চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 222 Wednesday, 12 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২২২ সংখ্যা ❋ ২৬ আষাঢ়, ১৪৩০, বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূলের চার নেতাকে মণিপুরে প্রতিনিধি করে পাঠানোর সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গল টুইটারে তিনি এই পোস্টটি করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

প্রায় ১৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে বাঁকুড়ার জেলা পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল ...বিস্তারিত পাতা ৫

ইডি-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে স্বস্তি বিরোধী শিবিরে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

মেসির বিপক্ষে এত দিন খেলা কাসেমিরোর চোখে মেসি প্রজন্মের সেরা। তাঁর মতে, যারা ফুটবল ভালোবাসে, তারা মেসিকেও ভালোবাসবে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

গ্রাম দখলের লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল

ভোটগণনার দিনও জেলায় জেলায় অশান্তি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রক্তস্নাত রাজ্যের এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন। ২২টি জেলায় ৬১,৫৩৯টি বুথে নিজের রায় জানিয়েছেন মানুষ। এবার ফলাফলের পালা। শুরু ব্যালটের গণনা। আজকেই জানা যাবে, আগামী পাঁচ বছর গ্রামবাংলার রাশ থাকবে কার হাতে। জবাব জানতে অপেক্ষায় বাংলার মানুষ। রাজ্যে মোট পঞ্চায়েত আসন- ৬৩,২২৯। পঞ্চায়েত সমিতির আসন- ৯,৭৩০। জেলা পরিষদ আসন- ৯২৮। তবে ৯১২টি আসনে গণনা হবে। কারণ ১৬টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৩ হাজার ২২৯ আসনের মধ্যে ৮,০০২ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে তৃণমূল জিতেছে ৭,৯৪৪টি আসনে। দু’টি আসনে জয়ী বিজেপি। তিনটি আসনে জয়ী সিপিআইএম। অন্য প্রার্থীরা জয়ী ৫৩টি আসনে। পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯,৭৩০ আসনের মধ্যে ৯৯১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। এর মধ্যে তৃণমূল জিতেছে ৯৮১টি আসনে। অন্যরা জিতেছে ১০টি আসনে। একদিকে যখন চলছে গণনা আর সেসময় থেকেই রাজ্যজুড়ে একাধিক এলাকায় চলছে অশান্তি। বিরোধীরা বহু জায়গায় হিংসা-হানাহানির জন্য শাসকদলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। এদিকে পাল্টা বিরোধীদের দিকে বোমাবাজির অভিযোগ তুলল খোদ শাসকদল। সূত্রের খবর, বোমের আঘাতে আহত হয়েছেন এক তৃণমূল নেতার ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। মঙ্গলবার ব্লকের গণনাকেন্দ্র বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের বাইরে বোমাবাজি হয়। ঘটনায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির দিকে অভিযোগ করে তৃণমূল। তাঁরা জানায়, গণনার কাজ বানচাল করার জন্য গেরুয়া শিবির ইচ্ছাকৃতভাবে বোমাবাজি করেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বনগাঁ ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রসেনজিত ঘোষের ছেলে রুদ্রপ্রসাদ ঘোষ। এদিকে পাল্টা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ভোটের গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল বিরোধীদের ভয় দেখানোর জন্য বোমাবাজি করেছে। এমনকী গণনা কেন্দ্রের ভেতরেও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। ঘটনার সময় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত ছিল। তাঁরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা অবশ্য জানা যায়নি। গণনার দিন বোমাবাজিকে কেন্দ্র করে শোরগোল ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন মালবাজারে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে কংগ্রেস কর্মীকে বেধড়ক মারধর! নির্বাচনে তৃণমূল জেতার পরে কংগ্রেস কর্মীর উপরে হামলার অভিযোগ। মালবাজারের মাল আদর্শ বিদ্যাভবন ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরের ঘটনা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কংগ্রেস কর্মীদের। কংগ্রেসের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। মালবাজার থানার আইসি এবং এসডিপিও’র নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীকে উদ্ধার করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলিকে এবার হিংসা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নামতে হবে

রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের গণনাপর্বের মধ্যেই রাজভবন থেকে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নির্বাচনের সময়ে রাজ্যে যেভাবে অশান্তি ও রক্তারক্তির অভিযোগ উঠে এসেছে, তা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত বাংলার সাংবিধানিক প্রধান। রাজ্যপালের কথায়, এই নির্বাচন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিল। রাজভবন থেকে আজ বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হল একটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এখানে হিংসা বা অশান্তির কোনও স্থান নেই। নির্বাচনের ময়দান কোনও পেশিশক্তি প্রদর্শনের জায়গা হতে পারে না। বুলেটে নয়, নির্বাচনে লড়াই হয় ব্যালটে। এই উপলব্ধিটি একাংশের মধ্যে আসা প্রয়োজন।’’ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বললেন, ‘‘আজকের দিনে বাংলার অ্যাজেন্ডা হওয়া উচিত- দুই কমন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা। প্রথম শত্রু হিংসা, দ্বিতীয় শত্রু দুর্নীতি। আজ হিংসা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করার সময় এসেছে।’’ গত কয়েক দিনে রাজ্যে নির্বাচন পর্বে যেভাবে অশান্তির অভিযোগ উঠেছে, তা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত বোস। হিংসার ঘটনার কড়া নিন্দা করে রাজ্যপাল সকলের কাছে আহ্বান জানান, যাতে অশান্তি ও হিংসা বন্ধ করতে প্রত্যেকে এগিয়ে আসেন। একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় নির্বাচনের গুরুত্ব কতটা, তাও বোঝালেন তিনি। নির্বাচনে যে প্রত্যেক ভোটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তাও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যপালের বক্তব্য, রাজনৈতিক দলগুলির ভিন্নতা থাকলেও নির্বাচনের পর প্রত্যেককে একসঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রাজ্য নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই যেভাবে অশান্তি, রক্তারক্তির অভিযোগ উঠে এসেছে, তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল। শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাতে রাজভবনে ইতিমধ্যেই তিনি একটি পিস রুম চালু করেছেন। রাজ্যের যে প্রান্ত থেকে যখনই কোনও অভিযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেখানে পৌঁছে যাওয়ার। ফোনেও কথা বলেছেন আক্রান্তদের সঙ্গে। আর আজ পঞ্চায়েতের গণনার দিন হিংসা ও অশান্তির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণার কথা বললেন তিনি।

‘নবজোয়ারে জিতল তৃণমূল, লোকসভার পথ প্রশস্ত’

মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যমকে টুইটে খোঁচা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ভোটের গণনা শেষ হওয়ার আগেই জয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে তিনি বলেছেন, ‘‘বিরোধীরা ‘নো ভোট টু মমতা’ স্লোগান তুলেছিল, মানুষ সেই প্রচারকে ‘নাও ভোট ফর মমতায়’ বদলে দিয়েছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া দিয়েছে মানুষ। তার ফলে বড় জনাদেশ পেতে চলেছে দল। এতে লোকসভা ভোটের পথ প্রশস্ত হবে। বাংলা, আমি আপনাদের সবাইকে ভালবাসি।’’ এবার পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় ছিল গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূল পার্টির আয়তন গত বারো বছরে অনেক বড় হয়েছে। তার ফলে পঞ্চায়েতে টিকিট প্রত্যাশীর সংখ্যাও বেড়েছে। এক একটি আসন পিছু দাবিদার ছিলেন অনেক। তৃণমূলে সেই গোষ্ঠী কোন্দল থামিয়ে দলকে আন্দোলন মুখর করে তুলতে অভিষেক নবজোয়ার যাত্রা করেছিলেন। তাতে পূর্ণ সায় দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বোঝাতে চেয়েছেন, পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল যে সাফল্য পেয়েছে তাতে নবজোয়ার কর্মসূচির বড় ভূমিকা রয়েছে।২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটে এক তৃতীয়াংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছিল তৃণমূল। সব জেলায় ছাপ্পা ও অশান্তি হয়েছিল। তার প্রভাব লোকসভা ভোটে পড়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। এমনকি লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে প্রশান্ত কিশোরও সেই কথা বলেছিলেন। অভিষেক জানিয়েছিলেন, এবার পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা ও অশান্তি কমানোর জন্য যথাসাধ্য করবেন। দেখা যায় যে, এবার বাম, বিজেপি, কংগ্রেসের প্রার্থীরা গত ভোটের তুলনায় দ্বিগুণ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। পঞ্চায়েত ভোটে কয়েকটি জেলায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু হাওড়া, দুই বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভোট অনেকটাই শান্তিপূর্ণ হয়েছে। অভিষেক এদিন মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তীব্র খোঁচাও দিয়েছেন টুইটে। তাঁর কথায়, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের সমষ্টিগত হতাশা মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যমের কিছু বন্ধুর দুঃখের কাছে ফিকে হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল এবং সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা ভোটারদের মনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, তৃণমূলের সাংগঠনিক বিষয়আশয়ে অভিষেকই এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরই তিনি এখন দ্বিতীয় শক্তিধর নেতা। পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল অভিষেকের অবস্থানকে দলে আরও মজবুত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘কেন্দ্রই পর্যাপ্ত বাহিনী দিতে পারেনি’, ফল ঘোষণার মাঝেই বিস্ফোরক নির্বাচন কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকার কারণেই কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অশান্তি হয়েছে। ভোটে পর্যাপ্ত বাহিনী না থাকা নিয়ে পাল্টা কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। ভোট গণনার দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে বিএসএফের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার। রাজীব সিনহার দাবি, ‘কেন্দ্রীয় বাহিনী যা বলছে ঠিক নয়। আমরা স্পর্শকাতর বুথের তথ্য জানিয়েছিলাম। ওরা না জানলে স্পর্শকাতর বুথে গেলেন কীভাবে?’’ কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গে রাজীব সিনহার দাবি, ‘‘রাজ্যের মানুষ এবং কিছু রাজনৈতিক দলের ধারণা ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে ভোটের সময় অশান্তি কম হবে। বাহিনীর জন্য বাড়তি ভয় কাজ করবে। হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কাজ করেছি। প্রথমে আদালত বলেছিল প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে। পরে সেই নির্দেশে সংশোধন করে বলা হয়, যে ক’টি বুথে সম্ভব বাহিনী দিতে হবে। আমার মনে হয় না ১০ হাজারের বেশি বুথে ওরা বাহিনী দিতে পেরেছে।’’ ভোট মেটার পরই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের দাবি ছিল, স্বর্শকাতর বুথের তালিকায় চেয়েও কমিশনের কাছে তা পাওয়া যায়নি। কিন্তু মঙ্গলবার বিএসএফের দাবি উড়িয়ে রাজীব সিনহা বলেন, ‘‘বিএসএফের পরিকল্পনায় স্পর্শকাতর বুথের কোনও গল্প ছিল না। জেলাভিত্তিক স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম শুধু স্পর্শকাতর কেন, ডিএম এবং এসপির সঙ্গে কথা বলে প্রতি বুথেই বাহিনী দেওয়া হবে। বিএসএফ যদি স্পর্শকাতর বুথের তালিকা না-ই পায়, তা হলে ওরা বুথগুলিতে বাহিনী দিল কী করে?’’ কমিশনার এদিন জানান, জেলা থেকে কমিশনের কাছে তথ্য আসছিল না। কিছুক্ষণের জন্য সমস্যায় কমিশন। প্রায় ১৫ মিনিট নির্বাচন কমিশনের দফতরে লোডশেডিং ছিল। ১৫ মিনিট বিদ্যুৎহীন থাকার পর আবার সচল হয় কমিশন। কমিশনারের দাবি, কমিশন হিসাবে গোটা রাজ্যে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে তারা দায়বদ্ধ। সেই অনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ভোটের দিন যা যা অশান্তির খবর কমিশনের কাছে এসেছিল, তার ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোট গণনাও শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছে।

শুভেন্দুকে মামলার অনুমতি প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ ভোট হিংসায় সিবিআই তদন্তের দাবি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর পর এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মামলার নথিতে ৬ হাজার বুথে অশান্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মামলাকারী আরও অভিযোগ করেছেন, মঙ্গলবারও গণনাকেন্দ্রের বাইরে বোমাবাজি হয়েছে। পঞ্চায়েত নিবার্চনে সন্ত্রাস হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মামলাকারী। শুভেন্দু আরও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নির্বাচনের সময়ে আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। অনেকক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীনই সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, আদালতের নির্দেশ একাধিক ক্ষেত্রে মানেইনি রাজ্য। আদালত, নির্বাচনে সিভিক ভলান্টিয়র রাখতে মানা করেছিল। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, বুথে দেখা গিয়েছে সিভিক ভলান্টিয়র। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্পর্শকাতর বুথে মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জওয়ানদের সে অর্থে স্পর্শকাতর বুথে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়নি। ভোটে ৬ হাজার বুথে অশান্তির খবর নথিতে উল্লেখ করেন শুভেন্দু। আদালত অবমাননার মামলা করেন শুভেন্দু।

অভিষেকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা অশান্তি করেছে তাঁদের চিহ্নিত করা উচিত। বাবুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ আজ, মঙ্গলবার একটা স্লোগান উঠেছে। সেটি হল-ঘরে বসে কাঁদছে কারা? বিজেপি করে যারা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার ফলপ্রকাশ হতে শুরু করতেই প্রত্যেক গ্রামে এখন এই স্লোগান নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। আর তার সঙ্গে অকাল হোলি খেলা শুরু হয়েছে। গ্রামের রাঙা মাটি এখন সবুজ আবিরে ঢেকে গিয়েছে। এই আবহে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে সওয়াল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আর তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এমনকী জেলা পরিষদে জিততে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তৃণমূলের থেকে বহু যোজন দূরে রয়েছে বিজেপি। এই ফলাফল অবশ্য প্রত্যাশিতই বলে মনে করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তবে হিংসা না হলেই ভাল হতো বলে তিনি মনে করেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কয়েকটি জায়গায় হিংসা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসেরই বেশি কর্মী খুন হয়েছেন। সেখানে হিংসা নিয়ে বাবুলের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আজ, মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার মধ্যে বাবুল সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস এমনিতেই এই নির্বাচনে জিতত। যে কটি জায়গায় হিংসা হয়েছে সেটার দরকার ছিল না।’’ অন্যদিকে আজকের এই ফলাফল অনেকটাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচির জন্য সম্ভব হয়েছে। বিরোধীরা এখন পরাজয়ের মুখে পড়ে সন্ত্রাসের অজুহাত খাঁড়া করছে। সেখানে বাবুলের কথায়, ‘‘প্রায় ৭০ হাজার বুথের মধ্যে ১০০টি বুথে গোলমাল হয়েছে। আর সেটাই সংবাদমাধ্যম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে। আমি সংবাদমাধ্যমকে দোষ দিচ্ছি না। ৭০টি বুথে গোলমালের জেরে যদি ৪০টি প্রাণ যায় সেটাও আমাদের বিড়ম্বনায় ফেলে।’’ বিরোধীরা এখন বলার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হিংসা নিয়ে সকলকে তোপ দাগছেন। এমনকী নয়াদিল্লি গিয়ে অমিত শাহের কাছে রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন। আর কী বলেছেন বাবুল? তবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই সন্ত্রাসের পিছনে বিরোধীদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন। আর বাবুল সংবাদমাধ্যমে বলছেন, ‘‘মমতাদিদি এবং অভিষেক অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় একাধিকবার বলেছিলেন, কোনও হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। তবে বিরোধীরা নিজেরা চেয়েছিল গোলমাল হোক। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করা যাবে।’’ তবে হিংসা নিয়ে নিজেদের কর্মীদেরকে দায়ী করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের নীচের তলার কর্মীদের বুঝতে হবে, মানুষের সামাজিক জীবনকে সহজ করতে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলি চালু করেছেন তাতে মানুষ খুশি। তাই এমনিতেই তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। এই পরিস্থিতি তৈরি করার দরকার ছিল না।’’

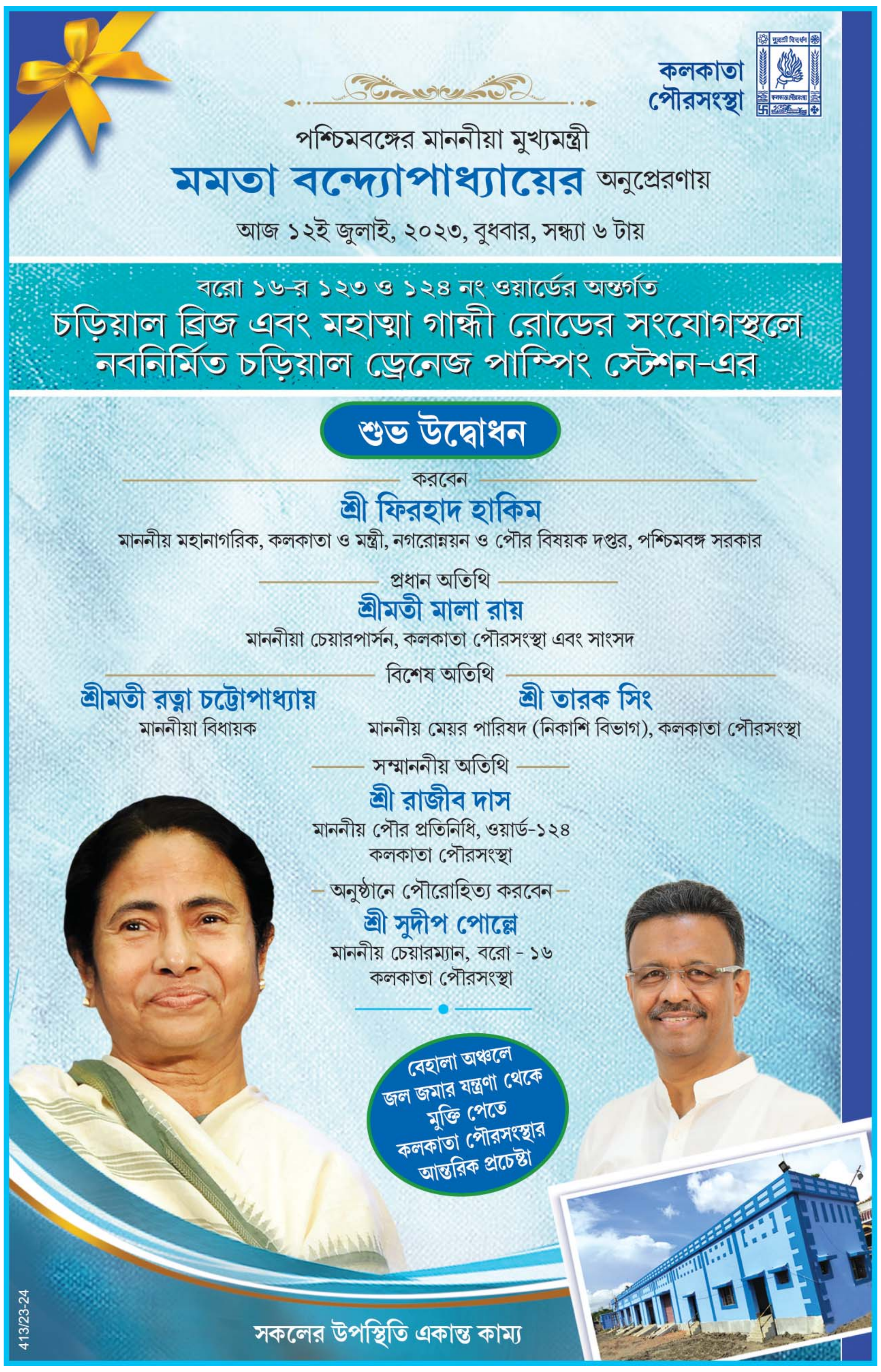

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও হিংসা সমার্থক হয়ে উঠেছেঃ সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসার তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও হিংসা সমার্থক হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য গুলি, বোমাবাজি, খুন এবং ভোট কারচুপির মতো শব্দগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে...এটি আকস্মিক নয়, এটি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট গণতন্ত্রের হত্যা।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সম্বিত পাত্র বলেছেন, কিছু নির্লজ্জ মানুষ গণতন্ত্রের মৃত্যু এত সহজে বহন করতে পারে, কিন্তু নিজেদের 'আকাঙ্খার' মৃত্যু নয়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়. 'মা', 'মাটি' এবং 'মানুষ' নিয়ে কথা বলতেন। এখন 'মা' কাঁদছেন, 'মাটি' রক্তে রঞ্জিত, আর 'মানুষ' খুন হয়েছে। কিন্তু নির্মম বন্দ্যোপাধ্যায়জী নীরব দর্শক হয়ে এসব দেখছেন!

দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়েতে স্কুল বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬, গুরুতর আহত দু'জন

গাজিয়াবাদ, ১১ জুলাই ঃউত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের কাছে দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর স্কুল বাস ও একটি গা।রি মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন। মঙ্গলবার সকালে গাজিয়াবাদ ৯ নম্বর জাতীয় স।কে একটি স্কুল বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার সময় স্কুল বাসটিতে কোনও ছাত্র-ছাত্রী ছিল না এবং বাসটি ভুল দিক থেকে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। স্কুল বাসের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এডিসিপি (ট্র্যাফিক) আর কে কুশওয়াহ বলেছেন, স্কুল বাস ও গা।রি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয় এবং দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাজিপুর থেকে সিএনজি নিয়ে ভুল দিক থেকে আসছিল বাস চালক। টিইউভিটি (গাড়ি) মেরঠের দিক থেকে আসছিল এবং গুরুগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। চালকের ত্রুটি ছিল, দিল্লি থেকে সারাটা পথ ভুল দিক থেকে আসছিল। তাকে পাকা।ও করা হয়েছে। গাড়ির আরোহীরা একই পরিবারের সদস্য। বাসে কোনও পড়ুয়া ছিল না।

যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ঊর্ধ্বে পৌঁছল ২০৬.৩২ মিটারে, বন্যার শঙ্কা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর নিরন্তর বে।ইে চলেছে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে, স্বাভাবিকের ভাবেই বন্যার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে দিল্লিতে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৬.৩২ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দিল্লিতে যমুনা নদীর সর্বোচ্চ বন্যা স্তর ২০৭.৪৯ মিটার। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি ও হরিয়ানার হাতনিকুন্ড জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ার কারণেই যমুনা নদীর এতটা জলস্তর বে।ছে। আশঙ্কা ছিলই, আর সেই আশঙ্কা মতোই মঙ্গলবার সকালে দিল্লির পুরাতন রেলওয়ে সেতু এলাকায় যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যমুনানগরের হাতনিকুন্ড ব্যারেজের জলস্তরও বেড়েছে, সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যমুনা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন রেল সেতুতে রেল ও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। উত্তর রেলওয়ে জানিয়েছেন, ওল্ড যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল মঙ্গলবার ৬টা থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি শুরু হবে ২ আগস্ট থেকেঃসুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃজম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট থেকে। মঙ্গলবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতি সাংবিধানিক বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি শুরু হবে ২ আগস্ট থেকে। এই বেঞ্চের বাকি সদস্যরা হলেন- বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল, সঞ্জীব খান্না, বি আর গাওয়াই ও সূর্যকান্ত।এদিকে, আইএএস অফিসার শাহ ফয়সাল এবং সমাজকর্মী শেহলা রশিদ ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁদের আবেদন প্রত্যাহার করতে চান না এবং আদালতের রেকর্ড থেকে নিজেদের নাম মুছে ফেলতে চান না, আদালত আবেদনকারীদের নিজেদের নাম মুছে ফেলার অনুরোধের অনুমতি দিয়েছে।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ঘোষণা করে কেন্দ্র। একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষিত হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে ৩৭০ ধারা বাতিল করার সিদ্ধান্তের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০টিরও বেশি আবেদন জমা পা।ছে শীর্ষ আদালতে। সেই সমস্ত আবেদনের শুনানি শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট থেকে।সুপ্রিম কোর্টে ৩৭০ ধারা নিয়ে শুনানি শুরু নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, ৩৭০ ধারা নিয়ে শুনানি শুরু হচ্ছে। আমরা আশা করছি, শীঘ্রই শুনানি শেষ হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের সামনে আসবে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ২০-তে সক্রিয় রোগী কমে ১,৪২০, মৃত্যু থমকেই গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে এসে পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২০ জন। যা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে সর্বনিম্নই। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪২০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,২৮৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৮০৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৪,৭৪৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৯,১৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা, অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা

আগরতলা, ১১ জুলাই ঃ ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার ঘটনায় এবিভিপির বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগে আমতলি থানা অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। এবিভিপির দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপককে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, তদন্ত কমিটি ঘটনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।গত সোমবার ত্রিপুরা কেঃন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষায় চতুর্থ সেমিস্টারের জনৈক ছাত্রী শারীরিক এবং মানসিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-বিষয়ে এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেন, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মা জনৈক ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করেছেন। দর্শনের মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটেছে। তাতে ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পা।ছেন। ফলে, প্রথমে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে চিকিসক তাঁকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।সঞ্জিতের বক্তব্য, ওই ঘটনায় উপাচার্যের কাছে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বরখাস্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এবিভিপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। তিনি বলেন, ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। উপাচার্যের কাছে মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপক জঘন্য অপরাধ করে দিব্যি রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরাফেরা করছেন এবং ক্লাস নিচ্ছেন। যা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই, তাঁর বরখাস্তের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন এবিভিপির বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেছেন। অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না, সেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে তদন্ত কমিটির সম্মুখে সকলের বক্তব্য রেকর্ড করার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রাতেই নির্যাতিতা ছাত্রী এবং তাঁর পরিবারের সাথে কথা বলেছি। ওই ঘটনা তদন্ত কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর পর্যবেক্ষণ দেবে এবং এর পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিয়ম রয়েছে। ফলে, তা মেনে চলতেই হবে। তবে, অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।এদিকে, নির্যাতিতা ছাত্রীর লিখিত অভিযোগে ত্রিপুরা কেঃন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে আমতলি থানায় পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪(এ) এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করেছে। তবে, এখন পর্যন্ত অভিযুক্তঃকে গ্রেফতারের কোনও সংবাদ নেই।

চিনের স্কুলে ছুরি নিয়ে হামলায়, মৃত ৩ শিশু-সহ ৬, আহত ১

বেজিং, ১১ জুলাই ঃ চিনের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ছুরিকাঘাতে তিন শিশুসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন একজন। সোমবার সকালে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ঢুকে ছ'জনকে ছুরি মেরে খুন করে এক ব্যক্তি।জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে তিন শিশু। পরিকল্পিতভাবেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলে হামলা চালানো হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। ইতিমধ্যেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, চিনের একাধিক এলাকায় উল্লেখজনক ভাবে বেড়েছে হামলার সংখ্যা। মূলত বিদ্যালয়গুলিকে নিশানা করেই হামলা চলছে।দক্ষিণ চিনের গুয়াংদং প্রদেশের লিয়াংজিয়াং শহরে সোমবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কিন্ডারগার্টেন স্কুল চত্বরে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক ব্যক্তি। লিয়াংজিয়াং প্রশাসনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুলে হামলার ফলে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত একজন। মৃতদের বয়স বা পরিচয় প্রকাশ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। তবে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে স্কুলের পড়ুয়া তিন শিশু। এছা।ও ছুরির কোপে মৃত্যু হয়েছে স্কুলের এক শিক্ষক ও দুই অভিভাবকের। আহতের পরিচয়ও জানা যায়নি।স্থানীয় প্রশাসনের তরফেই আরও জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ধৃতের পরিচয়ও প্রকাশ্যে আসেনি। কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালাল আততায়ী, তাও এখনও পরিষ্কার নয়। আপাতত পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এই হামলা হয়েছে। ২৫ বছর বয়সি সন্দেহভাজনকে জেরা করছে পুলিশ।প্রসঙ্গত, সাধারণ মানুষের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি নেই চিনে। তবে সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে সেদেশে। বিশেষ করে স্কুল গুলি লক্ষ্য করে হামলা করেছে আততায়ীরা। স্কুলের নিরাপত্তা বাড়িয়েও লাভ হয়নি। গত বছরও একইভাবে একটি স্কুলে হামলা হয়েছিল। তিনজনের মৃত্যু হয় সেই ঘটনায়।

আগের চেয়েও কাজ এখন বেশি করি', দাবি দিলীপের

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ আগে দলের রাজ্য সভাপতি ছিলাম। তখন যা কাজ করতাম, এখন তার থেকে বেশি কাজ করি। সোমবার এই দাবি করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।সোমবার প্রাতঃভ্রমণের সময় তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, দলে কি এবার দিলীপ ঘোষের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বাড়বে? জবাবে তিনি বলেন, এখন আমি বেশি ঘুরি। বেশি মানুষের কাছে যাই। আমি ৬ মাস আগে থেকে পঞ্চায়েতের জন্য ঘুরেছি।পার্টি যদি আমাকে বলে, এই কাজ করতে হবে, আমি প্রস্তুত। পার্টিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়না। কাজ করতে হবে জমিতে গিয়ে। আমরা অমিত শাহ কে দেখেছি যখন তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্লকে মণ্ডলে গিয়ে গিয়ে মিটিং করতেন। তার ফলে সাড়া দেশে আজ পার্টি পৌছে গেছে। এটাই মূল কাজ।সংবাদিকরা তাঁকে বলেন, এবার বিজেপি ভালোই মারপিট করেছে। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, কোথাও যদি করে থাকে, ঠিকই আছে। প্রতিরোধ করেছে। যেখানে শক্তি দেখাতে এসেছিল, আমরা আটকেছি। মানুষ তা।। করেছে। কিন্তু পুলিস এসে আমাদের বাধা দিয়েছে।মজার ব্যাপার, সাধারণ মানুষ মার খায়। আর তারা যখন প্রতিবাদ করে, তখন পুলিস তাদের ওপরেই লাঠি চালায় আর গ্রেফতার করে। গুণ্ডারা লুঠপাট করে খুন খারাপি করে চলে যায়, তাদের কেউ আটকায় না।অন্যদিকে সকালে প্রাতঃভ্রমণে সাংবাদিকদের বনে যে এই সরকারের থাকার কোনো এক্তিয়ার নেই। সোমবার কলকাতায় প্রাতঃ ভ্রমণের সময় নানা মন্তব্যর মধ্যে রাজ্য সরকার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ একথা বলেন।রাজ্যপালের দিল্লী যাত্রার সঙ্গে ৩৫৬ বা ৩৫৫ এর কোনও সম্পর্ক আছে? ৩৫৬ এতো সোজা না। বলছে তৃণমূল। এই প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। ওদের হাতের বাইরে চলে গেছে। রাজ্যের মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে মুক্তি চাইছে। গোটা দেশ গোটা বিশ্ব সেদিন দেখেছে, কী হয়েছে। এরপর এই সরকারের থাকার কোনও এক্তিয়ার নেই। প্রয়োজনও নেই। কিন্তু যেহেতু গণতান্ত্রিক ভাবে এসেছে, যাওয়াও সেভাবেই উচিত। কিন্তু ততদিন এরা থাকলে বাংলার সর্বনাশ হয়ে যাবে।রাজ্যপাল দিল্লী গেছেন খোলা বাতাস নিতে? এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, রাজনৈতিক দূষণ হয়েছে সেদিন। তার থেকে সবাই মুক্তিঃ চাইছে। রাজ্যের মানুষও চাইছে। রাজ্যপালও চাইছে। রাজ্যপাল তো দিল্লি চলে গেলেন। রাজ্যের মানুষ কোথায় যাবে?

সামিরুলের সঙ্গে আলোকিত হল বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ

কলকাতা, ১১জুলাই ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনার এলাকা শান্তি রাখুন। রাজনীতি কয়েকদিনের কিন্তু প্রতিবেশী চিরদিনের। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখুন ভালোবাসার মাধ্যমে, হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না। বা, গ্রাম্যস্তরের সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ হোক, গনতন্ত্র বাঁচুক ভালোবাসায়। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ক'দিন ধরে গ্রামবাংলায় এরকম আন্তরিক ভাষাতেই প্রচার চালিয়েছে ' সংস্কৃতি মঞ্চ'। রীতিমত অখ্যাত, আপাত-অপরিচিত সংগঠন। কিন্তু সামিরুল ইসলামের কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও যেন প্রিয় এই সংগঠন। তাই রবিবার রাতে যখন রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব, তখনও তিনি বলেছিলেন, সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারা সম্মতি দিলে তবেই তিনি রাজি হবেন।সংগঠনের নাম ' সংস্কৃতি মঞ্চ'। প্রার্থীর নাম সামিরুল ইসলাম। সামিরুল বলেন, ' রাতে প্রথম তৃণমূল নেতৃত্ব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁদের জানাই, আমার যে মূল সংগঠন, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারা রাজি হওয়ায় আমি সম্মতি দিই।'' সামিরুল এ-ও জানিয়েছেন যে, গোটা বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে সোমবার সকালে।তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী। সোমবার সকালে যাঁর নাম ঘোষিত হয়েছে আরও পাঁচ প্রার্থীর সঙ্গে। সোমবারই তিনি রাজ্য বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়নপত্রে সইসাবুদ সারেন।সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডল থেকে টুইট করে রাজ্যসভার প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করে বাংলার শাসকদল। তালিকার চতুর্থ নামটি দেখে তৃণমূলের প্রথম সারির অনেক নেতাও বুঝতেই পারেননি, কে সামিরুল ইসলাম! কেউ বলছিলেন, নামই শোনেননি। কেউ আবার বললেন, নাম শুনেছেন। কিন্তু আলাপ নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ' ভোট টু বিজেপি' স্লোগানই সামিরুল-সামিরুল ' করে দিয়েছিল। তবে কোনও কালেই রাস্তায় নেমে সক্রিয় ভাবে তৃণমূল করেননি গড়িয়া দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। কিছুটা স্বাধীন ভাবেই কাজ করতেন। তা হলে তিনি কেন দলীয় রাজনীতির গণ্ডিতে যুক্ত হলেন? জবাবে সামিরুল বলেন, ' (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমায় বলেছেন, আরও সোচ্চারে বাংলার অধিকার, অনগ্রসর মানুষের হক আদায়ের কথা বলতে হবে। আমি সেটাই করতে চাই।'' পাশাপাশিই সবিনয়ে জুড়লেন, ' কোনও ভুলভ্রান্তি হলে সাংবাদিকরাও যেন শুধরে দেন।''

দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে ঃভি কে সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ দিল্লিতে জল জমে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। তাঁর কথায়, দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এদিনই যমুনা বাজার এলাকার যান উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জল জমে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বলেছেন, দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে। নর্দমা পরিষ্কার করা হয় না, ড্রেনের জল সঠিকভাবে শোধন করা হয় না। এসব কাজ বছরের পর বছর না হওয়ায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। যমুনার নিষ্কাশন নিয়মিত করা উচিত। আমি এটি দেখার চেষ্টা করব যাতে এই সমস্ত কিছুর দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। যাতে মানুষজনকে সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়...প্রকৃতি আমাদের আগে থেকে জানায় না, আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভারতে সঙ্গে বাংলাদেশের রুপিতে লেনদেন শুরু হলো

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,বাংলাদেশঃভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রুপিতে লেনদেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। ১১জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ও ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভারমা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে রুপিতে লেনদেনের উদ্বোধন করেন। ঢাকার নিকুঞ্জে লা মেরিডিয়ান হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, বিভিন্ন ব্যাংকের এমডি, ভারতীয় হাইকমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ভারতের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র জানায়, সোনালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল) ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) রুপিতে লেনদেনের জন্য নস্ট্রা হিসাব খুলতে অনুমোদন পেয়েছিল। এর মধ্যে ইবিএল ও এসবিআইকে গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) অনুমোদন দেয়। তবে এখনো কোনো গ্রাহক রুপিতে এলসি (ঋণপত্র) খুলতে পারেননি। আর এলসি না হওয়ায় রুপি মজুত নেই ব্যাংকগুলোতে। রুপি না থাকায় লেনদেনও হচ্ছে না। সুতরাং রুপির গ্রাহক না থাকায় এখন আর লেনদেন হবে না। কিন্তু গ্রাহক না পেলেও রুপির লেনদেন উদ্বোধন হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ' লেনদেন ইস্যুটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে ভারতীয় মুদ্রা বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার হবে। এটা উভয় দেশের জন্যই ইতিবাচক।' ব্যাংকাররা জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বছরে ১৬ বিলিয়ন ডলারের মতো বাণিজ্য হয়। এর মধ্যে ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করে এবং ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বাংলাদেশ আমদানি করে। এর সঙ্গে রুপিতেও লেনদেনের একটি ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। রুপিতে লেনদেনের চাহিদা বাড়লে পর্যায়ক্রমে অন্য ব্যাংককেও অনুমতি দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী রেজা ইফতেখার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ' লেনদেনের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক। যেকোনো সময় লেনদেন হতে পারে। বিষয়টি গ্রাহক প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করছে।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ নিট পোশাক উপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মো. হাতেম বলেন, ' সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবধান অনেক বেশি। ফলে ভারতের প্রস্তাব তত্ত্বগতভাবে ঠিক হলেও বাস্তবে কঠিন হতে পারে। ভারত থেকে প্রায় ২০০ কোটি ডলারের যে রপ্তানি আয় বাংলাদেশ করে, সেই পরিমাণ বাণিজ্য ভারতীয় মুদ্রায় করার কথা ভাবা হচ্ছে। সেটি হলেও ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি যে আমদানি ব্যয়, তা ডলারেই করতে হবে।'

সন্ত্রাস ষড়যন্ত্র মামলাঃদক্ষিণ কাশ্মীরের ৫টি ঠিকানায় তল্লাশি এনআইএ-এর

শ্রীনগর, ১১ জুলাই ঃ সন্ত্রাস ষ।যন্ত্র মামলায় মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের ৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের মোট ৫টি ঠিকানায় চলে তল্লাশি। চলতি বছরের মে মাসেও জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম, শোপিয়ান, পুলওয়ামা, শ্রীনগর এবং অনন্তনাগ জেলার ১৩টি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছিল এনআইএ।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট (এসআইইউ) মঙ্গলবার চার জঙ্গির বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, যারা সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসমূলক কাজ করছে এবং কিশতওয়ার জেলায় জঙ্গিবাদ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। মুঘল মেডেন, চাতরু এবং সিংপোরা এলাকায় অভিযান চালানো হয় এবং বিভিন্ন ওভার-গ্রাউন্ড কর্মী এবং সন্ত্রাসবাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করে জেলার জঙ্গি বাস্তুতন্ত্র নির্মূল করার লক্ষ্যে এই অভিযান চালানো হ্যায়।

ভারী বর্ষণে বেহাল অবস্থা উত্তরাখণ্ডে, উত্তরকাশিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত ৪

দেহরাদুন, ১১ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলা। কোথাও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে, কোথাও আবার পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে পাথর। ফুলেফেঁপে উঠেছে যমুনা নদীও। মঙ্গলবার সকালে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। এছা।ও ১০ জন আহত হয়েছেন। গঙ্গোত্রী হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, হাইওয়ের ওপর ধ্বংসস্তূপের কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি টেম্পো ট্রাভেলার। ওই গাড়ির ৪ জন আরোহীর মৃত্যু হয়েছে ও ১০ জন আহত হয়েছেন।বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চামোলি জেলাও। মঙ্গলবার সকালে চামোলি পুলিশ জানিয়েছে, অবিরাম বৃষ্টিতে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের কাঞ্চনগঙ্গার কাছে রাস্তার কিছু অংশ ধ্বংসস্তূপের কারণে ভেসে গিয়েছে। রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে। বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের গুলাবকোটির কাছেও ধ্বংসস্তূপের কারণে রাস্তা অবরুদ্ধ। দেহরাদুনের বিকাশনগরে এদিন সকালে দেখা যায় যমুনা নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে।

২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস, অনুষ্ঠান হবে দু'দিন ধরে

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ মোহনবাগান দিবস আগামী ২৯ জুলাই। এই উপলক্ষে এদিন ক্লাব তাঁবুতে জমজমাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই সমর্থকদের জন্য এই ধরনের জমজমাট অনুষ্ঠান করে থাকে। এবার সেই অনুষ্ঠান একদিনের নয়, হবে দু'দিন ধরে। অর্থা, ২৯ জুলাই ও ৩০ জুলাই।প্রথম দিন হবে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রদর্শনী ম্যাচ। বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে দ্বিতীয়দিন। সচিব দেবাশিস দত্ত বললেন, এবার ২৯ জুলাই মহরম। তাই আমরা দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২জুলাইঃবুধবার, ২৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৬ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে এক সুষম আহার নিন। বিবাহের যোগহবে **বৃষভ রাশিঃ**আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। শুভদিন হবে আজ **মিথুন রাশিঃ**বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। অর্থ ব্যয় **কর্কট রাশিঃ**আপনি মানসিক ভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয় **সিংহ রাশিঃ**আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। ব্যবসায় সাফল্য **কন্যা রাশিঃ**আপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন। **তুলা রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে।অর্থ ব্যয়। **বৃশ্চিক রাশিঃ**একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। বব্যসায় সাফল্য। **ধনু রাশিঃ**একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। সাফল্য হবে হতে পারে **মকর রাশিঃ** আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ। **কুম্ভ রাশিঃ**ঘরের উত্তেজনা আপনাকে ক্রুদ্ধ করবে। সেগুলি চেপে রাখা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যা বাড়াবে। অর্থের ব্যয়।। **মীন রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে

হাওড়ায় গণনা ঘিরে বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল, বিরোধীদের এজেন্টদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জুলাই ঃ হাওড়ায় গণনা ঘিরে বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল। বিরোধীদের এজেন্টদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ, বিক্ষোভ-অবরোধ থেকে শুরু করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। লাঠিচার্জ। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর। মঙ্গলবার ছিল রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা। এদিন গণনা শুরুর আগে থেকেই হাওড়ায় বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের এজেন্টদের গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে 'বাধা' দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বাগনান ১ ব্লকের আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের গণনাকেন্দ্রে এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাগনানে থানা ঘেরাও এবং পথ অবরোধ করে সিপিএম ও বিজেপি। এর পাশাপাশি গণনা কেন্দ্রে এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়ায় হাওড়ার পাঁচলায় হাই রোড অবরোধ করে বিজেপি। কোথাও কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ হয়। এদিন হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লকের দুর্গাপুর পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ে গণনা কেন্দ্রেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সিপিএম এবং বিজেপি এজেন্টদের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া এজেন্টদের মেরে মাথা ফাটিয়ে বুথ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বলে এখানে অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। বিক্ষোভের জেরে ধুন্ধুমার কান্ড তৈরি হয় হাওড়ার বালি জগাছা দুর্গাপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যালয় চত্বরে। সেখানে সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার গণনা কেন্দ্রের বাইরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে স্কুলের গেটের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে প্রতিবাদে নামে সিপিএম। রীতিমতো রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার বালি জগাছা ব্লকের ওই স্কুল। পল্লীমঙ্গল স্কুলের গণনা কেন্দ্র এদিন সকাল থেকেই রণক্ষেত্র চেহারা নেয়। সিপিএম এবং বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি এবং দফায় দফায় ওখানে আমাদের কমরেডরা বসতে পারছে না। কোনও নিরাপত্তা নেই গণনা কেন্দ্রের ভেতরে। তৃণমূল ছাড়া সকলের উপর আক্রমণ হয়েছে। ভোটের দিন ভোট লুঠ করা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস দাসের চিফ ইলেকশন এজেন্ট কমল দাসের উপর মঙ্গলবার সকালে ওই হামলা হয় বলে জানা গেছে। কমল দাসের অভিযোগ, 'মেরে মাথা সুযোগ নিয়ে ওরা পরকল্পনামাফিক হামলা চালায়। বাংলার মানুষ এর বিচার করবে। রড, লাঠি, দিয়ে আমায় মেরেছে। মাথা, পিঠ, গায়ে সব জায়গায় মেরেছে। অন্যদিকে, এদিন সকালে হাওড়া সাঁকরাইলের সিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভোট গণনাকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ভোট গণনাকেন্দ্রের গেটে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সকলেই হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে যান। এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে লাঠচার্জ করে নিরাপত্তা বাহিনী। এদিন হাওড়ার সাঁকরাইলে বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে 'বাধা' দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরই প্রতিবাদে হাওড়ার পাঁচলার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি ও সিপিএম সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিন বিরোধীরা গণনা কেন্দ্রের গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে বাম সমর্থকদের উপর। বাম সমর্থকদের অভিযোগ গণনা কেন্দ্রে বাম এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাই তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তখন পুলিশ তাদের অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। তখন বাম সমর্থকরা 'পুলিশে'র গাড়ি ভাঙচুর করে। এমনকি পুলিশকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠে বাম কর্মীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রের খবর যারা ভোট গণনা কেন্দ্রের কাছে জটলা করছে ও অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে তখনই পুলিশ গিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

খন্ডযুদ্ধ হয় এখানে। বিরোধীদের অভিযোগ, পুলিশ সক্রিয়ভাবে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। বসতে দিচ্ছে না তাদের এজেন্টদের। শুধু তাই নয় মারধর করে বার করে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পল্লীমঙ্গল স্কুল। বাম প্রার্থী দীপিকা ধর বলেন, সকাল থেকে গণনা কেন্দ্রে ঢোকা থেকে শুধুই অসহযোগিতা। প্রথমে যারা গিয়েছিলেন চকপাড়া আনন্দনগরে এজেন্টদের বাইকের চাবি, দেশলাই, ওষুধ নিয়ে ঢুকতে দেয়নি। আমাদের এক কমরেডকে মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে। মারতে মারতে নিচে নিয়ে এসেছে। পুলিশ মহিলা কর্মীদের জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও ভূমিকা নেই। বিরোধীরা আক্রান্ত হওয়ার পর যখন পুলিশের কাছে যাচ্ছে তখন তারা নীরব দর্শক। বিরোধীদের আক্রান্ত করার ক্ষেত্রে, বিরোধীরা যাতে কোনও সুবিধা না পায় তার কাজ করছে প্রশাসন। পঞ্চায়েত হচ্ছে লুঠের জায়গা। এখানে পুরুষ পুলিশ মহিলা প্রার্থীকে ফেলে দিয়েছে। আমরা প্রশাসনের ভরসায় নয়, মানুষের ভরসায় লড়াইয়ে আছি, থাকব। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর চিফ ইলেকশন এজেন্টের উপর পরিকল্পনামাফিক হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে সিপিএমের বিরুদ্ধে। হাওড়ার বালি জগাছা ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাটিয়ে দেয় সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী'। নিশ্চিন্দায় গণনা কেন্দ্রের বাইরে এদিন দাঁড়িয়েছিলেন কমল। অভিযোগ, তখনই সেখানে সিপিএম প্রার্থী ও তার এজেন্টের নেতৃত্বে আচমকা কমলের উপর হামলা হয়। মারের চোটে তাঁর মাথা ফেটে যায়। পুলিশ এসে কমলকে উদ্ধার করে। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ পঞ্চায়েতে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরেই এদিন পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। কমল দাস বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী তাপস দাসের চিফ ইলেকশন এজেন্ট হওয়ার কারণে আমার উপর অতর্কিতে এই হামলা চালানো হয়। যেখানে হামলা চালানো হয় সেখানে পুলিশ ছিল না। সেই

নিজেদের হারানো মাটি ফিরে পেতে মরিয়া বামেরা, লড়াইতে বিজেপিও

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ জুলাই ঃ বাংলার শিল্পের অন্যতম স্থান হুগলি জেলা। বিভিন্ন কলকারাখানা যেন একচ্ছত্র ভাবে গজিয়ে উঠেছে এই জেলায়। এক সময় এই হুগলিকেই বলা হত 'বাংলার ইউরোপ'। তবে শুধু শিল্প নয়, হুগলির ইতিহাসে এখন নয়া সংযোজন সিঙ্গুর। বলা হয়, চৌত্রিশ বছরের বাম দুর্গ নড়ে গিয়েছিল এখান থেকেই। কৃষক আঃে দালনের জন্মস্থান এই হুগলি । তৎকালীন সময়ে তৃণমূলের কাছে এই জেলা খুব দ্রুত হাতে চলে এলেও বর্তমান পরিস্থিতি আলাদা। গত লোকসভা নির্বাচনে এই জেলায় চমক দিয়েছিল বিজেপি। গ্রামীণ এলাকাগুলির অধিকাশ জায়গাই দখলে রেখেছিল তারা। সিঙ্গুর, চুঁচুড়া গ্রামীণ, বলাগড়, সপ্তগ্রাম সহ ধনেখালির মতো জায়গাগুলি দখলে রেখেছে গেরুয়া শিবির। ফলে ২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে কতটা নিজেদের জায়গা তারা ধরে রাখে তা দেখার। এ দিকে, আবার আরামবাগ মহকুমায় গত বিধানসভা ভোটে চারটি আসনই দখল করেছে বিজেপি। ফলে এই এলাকায় শাসকদলকে দাঁত ফোটাতে হলে আরও নিজেদের আরও জোরদার শক্তি বাড়াতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে, সিঙ্গুর হোক বা আরামবাগ অথবা চুঁচুড়া গ্রামীণ! নিজেদের হারানো মাটি ফিরে পেতে মরিয়া বামেরাও। নতুন মুখেদের উপর ভরসা করে ঘর পুর্নদখল করতে চাইছে তারা। তবে এই জেলায় লড়াই শক্ত তৃণমূলের। দুর্নীতি, নির্দল প্রার্থীদের জেরবারে বিদ্ধ শাসকদল। আসন্ন পঞ্চায়েতে যে এবার হাডাহাডিড হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।ভৌগোলিক চরিত্র-হুগলি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রশাসনিক জেলা। চুঁচুড়া শহরে এই জেলার সদর দফতর অবস্থিত। হুগলি জেলা চারটি মহকুমায় বিভক্ত চুঁচুড়া সদর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযাযী, হুগলি জেলার সাক্ষরতার হার ৮১.৮০ শতাংশ। চুঁচুড়া মহকুমার সাক্ষরতার হার ৭৯.১৭ শতাংশ, চন্দননগর মহকুমার ৮৩.০১ শতাংশ, শ্রীরামপুর মহকুমার ৮৬.১৩ শতাংশ এবং আরামবাগ মহকুমার সাক্ষরতার হার ৭৯.০৫ শতাংশ।বিধানসভা আসন-১৮ ২০২১ সালে তৃণমূল ১৪টি আসন বিজেপি পায় ৪টি আসন। লোকসভা আসন ৩টি শ্রীরামপুর ও আরামবাগ,দুটি আসন জেতে তৃণমূল, হুগলি লোকসভা আসনটি বিজেপি জেতে গ্রাম পঞ্চায়েত -২০৭ আসন সংখ্যা-৩৮৮০, পঞ্চয়েত সমিতি১৮ আসন সংখ্যা-৬১৯,জেলা পরিষদ-৫৩,২০১৮ সালের পরিসংখান। গ্রাম পঞ্চায়েত-২০৭ তৃণমূল২৭৭২ বিজেপি-১৬৭ সিপিআইএম-১১৫ কংগ্রেস-১২ ফরওয়ার্ড ব্লক-১ সিপিআই-১, পঞ্চায়েত সমিতি-১৮ তৃণমূল-৫৯৩ বিজেপি-৬ সিপিআইএম-৪ নির্দল-৪,জেলা পরিষদ-৫০ তৃণমূল-৫০।

রবিবার কুমোরটুলির খুঁটি পুজো হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। আর ঠিক তিন মাস পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। খুঁটি পুজোর মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে। কত কয়েক বছর ধরে জাকজমক করে খুঁটি পুজো উৎসব পালন করা একটা ট্রেন্ড। তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ঐতিহ্য। কেবল কলকাতা নয়, গোটা রাজ্যের নামী দুর্গাপুজোগুলোর তালিকায় অনেককাল আগেই জায়গা করে নিয়েছে কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব। ভোটপুজোর মাঝেও চলছে এদের ব্যস্ততা। আগামী ১৬ ই জুলাই রবিবার সকালে পুজো মন্ডপের সূচনা খুঁটি পূজো ও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে হতে চলেছে। এর তিরানব্বই তম বর্ষের দুর্গা পুজোর শুভ সূচনা গত ৫ ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যানার উত্তোলনের মাধ্যমে হয়েছিল। সংগঠনের তরফে দেবাশিস ভট্টাচার্য এ খবর জানিরে এই প্রতিবেদককে বলেন, রীতি মেনে ২০ শে জুন মঙ্গলবার জগন্নাথ দেবের শুভ রথযাত্রার দিন সকালে পবিত্র ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হয়। রবিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পুজো কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা এবং আরও বিশিস্ট ব্যাক্তিবর্গ। উপস্থিত থাকবেন আমাদের এই বছরের দুজন শিল্পী সুবল পাল এবং নব কুমার পাল।

মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ আদিবাসী সাঁওতাল নেতা নিত্যানন্দ হেমব্রমের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আজ এক টুইটে তিনি এই বুদ্ধিজীবী সমাজসেবক এর মৃত্যুতে জঙ্গলমহল তথা আদিবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণের সুবিধা

করিমগঞ্জ (অসম) ১১ জুলাই ঃ রাজ্যের পরিবহন বিভাগ থেকে সীমিত লেইট ফাইন দিয়ে. যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ বা রিনিউয়ালের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। করিমগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা পরিবহন আধিকারিক সাহাব উদ্দিন তাপাদার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের অধিসূচনা অনুসারে ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট স্কিম বা ওটিএস এর মাধ্যমে যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর রিনিউয়াল বা পুনর্নবীকরণের জন্য প্রতিদিন হিসেবে ন্যূনতম লেইট ফাইন ধার্য করা হয়েছে, যা প্রদান করে যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ করা যাবে। এতে তিন চাকার যানবাহনের জন্য দৈনিক ১০ টাকা, বাণিজ্যিক ট্রাক্টর দৈনিক ১৫ টাকা, চার চাকার যানবাহন দৈনিক ২০ টাকা এবং ভারী বাণিজ্যিক যান, মালবাহী যান এবং অন্যান্য যানবাহন ২৫ টাকা করে লেইট ফাইন ধার্য করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে যানবাহন মালিকদের সুবিধা গ্রহণের জন্য আগামী দুই মাস অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে www.parivahan.gov.in এই ওয়েবসাইটে অনলাইন যোগে আবেদন করতে হবে। যানবাহন মালিকরা নিকটবর্তী কমন সার্ভিস সেন্টার থেকেও এতে আবেদন করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা অংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, রোদের দেখা সেভাবে মেলেনি। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই, আর সেই মতো কিছু সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা অংশ। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, নামখানা, জয়নগর সহ নানা অংশে হালকা বৃষ্টি হয়। তবে, সেই বৃষ্টি খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। বৃষ্টি হলেও, অস্বস্তি ও গুমোটভাবে কাটেনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত এমনই আবহাওয়া থাকবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকাল থেকে তিলোত্তমাও ছিল মেঘে ঢাকা। মাঝেমধ্যেই উঁকি দিয়েছে সূর্য। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বে। এদিন কলকাতা ও লাগোয়া অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

তৃণমূলের চার নেতাকে মণিপুরে পাঠানোর সমালোচনা তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ তৃণমূলের চার নেতাকে মণিপুরে প্রতিনিধি করে পাঠানোর সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, এই দলটার কি সামান্যতম লজ্জাও নেই! দলের নেতারা (আসলে ল্যাম্পপোস্ট) এক এক করে হাজতে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় দলের তকমা তো গেছেই, ত্রিপুরা ও গোয়ায় লড়তে গিয়ে মুখ পুড়েছে ! পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর এক দফা রক্তস্নান।এর পরেও চার ল্যাম্পপোস্টকে মণিপুরে প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছে! অপর একটি টুইটারে তথাগতবাবু লিখেছেন, মমতাকে কিন্তু অভিনন্দন জানাতেই হবে, এত মুলোর মধ্যে বেছে বেছে কুনাল ঘোষকে দলের মুখপাত্র বানাবার জন্য। একসময়ে মমতাকে প্রকাশ্যে চোর বলে তারপর তার সেবা করা, অম্লানবদনে এইরকম ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা, অর্ধসত্য, বিকৃত সত্য পরিবেশন করতে যে অসীম নির্লজ্জতা লাগে তা আর কেউ পারত না।

অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসকদের সঙ্গে গান ধরলেন সৌমিত্র রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ অপারেশন থিয়েটারের মতো জায়গাতেও যে এত প্রাণবন্ত থাকা যায়, এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সংগীতশিল্পী সৌমিত্র রায়। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসকদের সঙ্গে গান গাইলেন সৌমিত্র রায়। চিকিৎসকদের মধ্যমণি হয়ে পুরনো দিনের 'কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে'গান ধরলেন। স্বাভাবিকভাবেই সৌমিত্রকে কাছে পেয়ে খুশি মুকুন্দপুরের চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসকরা। চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধেও শিল্পীসত্ত্বার এক উজ্জ্বল নজির গড়লেন সৌমিত্র রায়। উল্লেখ্য, বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে সদ্য চোখের ক্যাটারাক্ট অস্ত্রোপচার হয়েছে শিল্পীর। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ আছেন সৌমিত্র মঙ্গলবার এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে। আর সেই জন্যই অপরেশনের পরেই, একেবারে অপরেশন থিয়েটারে বসে শিল্পী গেয়ে উঠলেন ভূমি ব্যান্ড এর সেই বিখ্যাত নস্ট্যালজিয়ায় মোড়া গান 'কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে।'তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও ।

ঝাঁপ দিয়ে যুগলের আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কলকাতা মেট্রোতে এক সঙ্গে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই ব্যক্তির। মেট্রোরেল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এ বার মহাত্মা গান্ধী (এমজি) রোড স্টেশনে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন একজন পুরুষ এবং এক মহিলা। মঙ্গলবার দুপুর ২টো ২৭ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ওই দু'জন দক্ষিণেশ্বরগামী লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দ্রুত মেট্রোর লাইনে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার জেরে সাময়িক ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। হয়রানির মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের। তবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, কবি সুভাষময়দান এবং দক্ষিণেশ্বর-দমদম মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে নোয়াপাড়া স্টেশনে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ মেরে এক সঙ্গে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দুই যুবক।

বাঘাযতীন ছবির শ্যুটিং শেষ করেই নতুন পোস্ট দেবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ শেষ হল দেবের নতুন ছবি 'বাঘাযতীন'-এর শ্যুটিং। ছবির শ্যুটিং শেষ করেই মনের অবস্থা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন অভিনেতা দেব। দেব জানালেন, ছবির শ্যুটিং শেষ হয়েছে তাঁর। আমি চিরকাল নিজেকে ধন্য মনে করব যে এমন একটি চরিত্র আমি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন অভিনেতা দেব। মুক্তি পেতে চলেছে নতুন ছবি 'বাঘাযতীন'। বাঘাযতীন ছবির শ্যুটিং শেষ করেই মঙ্গলবার নতুন পোস্ট দেবের । অরুণ রায়ের পরিচালনায় আসছে নতুন ছবি 'বাঘাযতীন'। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা দেবকে। পুজোতেই আসছে দেবের 'বাঘাযতীন'। ২০ অক্টোবর মুক্তি পাবে অরুণ রায় পরিচালিত ছবি 'বাঘাযতীন'। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও মুক্তি পাবে এই

ছবি। বাঘাযতীন' ছবির শ্যুটিং শেষ করে এই ছবি তৈরির অভিজ্ঞতা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ছবি শেয়ার করে মঙ্গলবার দেব লেখেন ,'এমন একজন দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় আমি অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি, যিনি আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। এই চরিত্রটা আমার অভিনয় জীবনে চিরকাল ঝলমলে হয়ে থাকবে। আমি চিরকাল নিজেকে ধন্য মনে করব যে এমন একটি চরিত্র আমি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি।'

কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীদের দখলে একমাত্র আসন টসে ফলাফল নির্ধারণ

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, ১১ জুলাই ঃ হুগলিতে কোন্নগর কানাইপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতে ভোটের ফল গণনার পর বিজেপি ও নির্দল প্রার্থীর ফল সমান সমান হয়ে যায়। এরপর টস হয় টসে নির্দল প্রার্থী জিতে যায়। যেটা হুগলি জেলায় একমাত্র কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে টসে নির্ধারিত হলো ফল শুধু তাই নয় এই পঞ্চায়েতের ফল ভোট গণনা শেষে দেখা গেল বিরোধীরা এগিয়ে এখানে টিএমসি পেয়েছে ১৪ টি আসন সিপিএম পাঁচটি বিজেপি আটটি নির্দল তিনটে আসন এবার সবার দৃষ্টি এই পঞ্চায়েতের অবস্থান কি দাঁড়ায় কারা বোর্ড গড়ে সেটাই এখন সবার দৃষ্টি এবং কৌতূহল। এছাড়া সার্বিক দিক দিয়ে হুগলি জেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করেছে। সিপিএম এবার এই পঞ্চায়েত ভোটে অনেকটা উঠে দাঁড়িয়েছে যেমন রিষড়া পঞ্চায়েতে আইএসএফ তিনটি আসন পেয়েছে সেই নিয়ে উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর ব্লক আলোচনার বিষয়বস্তু। পাশাপাশি নবগ্রাম পঞ্চায়েত কোন্নগরে মোট আসন উনিশটা তৃণমূল কংগ্রেসের দশটি সিপিএম পেয়েছে নযটি। এবং জেলায় বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএম দখল করেছে বলে জানা গিয়েছে বিজেপির আসন কিছুটা বেড়েছে।

গ্লোবাল গ্রীন মিশন পাবলিক চারিটেবল ট্রাস্ট আয়োজিত আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ সম্প্রতি কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি স্থিত রায়া দেবনাথ মঞ্চে গ্লোবাল গ্রীন মিশন পাবলিক চারিটেবল ট্রাস্ট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কলকাতার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ ও ফলাফল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশে সুস্থ থাকার বিভিন্ন উপায়। গ্লোবাল গ্রীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শ্রী রাজা চক্রবর্তী তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সংস্থার বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং আমন্ত্রিত বক্তাদের ও শ্রোতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ পুনর্বসু চৌধুরী এবং ভারতীয় পশু চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা, পূর্বাঞ্চলের, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

ও প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ পার্থ সারথী ব্যানার্জি। ডঃ পার্থ সারথী ব্যানার্জি পরজীবী বিজ্ঞান সম্পর্কিত তার বিভিন্ন গবেষণার কথা তুলে ধরেন ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন তাদের জীবনে চলার পথে কিছু অভ্যাস বদলে ফেলার জন্য যাতে এক রোগমুক্ত সুস্থ জীবন অসুস্থ সমাজ গড়ে তোলা যায়। ডঃ পুনর্বসু চৌধুরী বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে কিছু তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরেন ও উষ্ণায়নের পরিনাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন তিনি সবাইকে আরো সচেতন হবার জন্য আহ্বান জানান সকলেই যাতে Less Carbon Emission Life Style এ অভ্যস্ত হওয়ার প্রচেষ্টা করেন সেই আবেদনও জানান। গ্লোবাল গ্রিন মিশনের পক্ষ থেকে হাজির সকল সদস্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সুস্থ ও সুন্দর বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন এবং সকলের কাছে আবেদন জানান যে সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই সকলেই যাতে এগিয়ে আসেন এই প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্য।

বিয়ের পরে স্বর্ণেন্দুকে খোলা চিঠি শ্রুতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে বিয়ে সেরেছেন টলিউড অভিনেত্রী শ্রুতি ও স্বর্ণেন্দুকে। এবার রবিবার দীর্ঘদিনের প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে সেরে সোমবার তা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানায় অভিনেত্রী শ্রুতি। বিয়ে করতে না করতে মঙ্গলবার নিজের স্বামীকে খোলা চিঠি অভিনেত্রীর। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন শ্রুতি। তাঁর সিঁদুরদানের ছবি পোস্ট করে শ্রুতি লেখেন, 'কোনওদিনই তোমার বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বয়স বা অর্থ প্রতিপত্তি নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। বরাবর ধরার মতো একটা নরম কিন্তু শক্ত হাত খুঁজেছি। মাথা রাখার জন্য একটা বাবার মতো বুক আর কাঁধ চেয়েছি আর সেটা আমি পেয়েছি। প্রোফাইল পিকচার-এও তাই তোমার মুখটা আমার আদরের হলেও ঢাকা অবস্থায় দিলাম। যেহেতু আমি তোমার হাতটাই ধরতে চেয়েছিলাম সারাজীবনের জন্য। যে হাত টা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সেটা আমায় পরিপূর্ণ করেছে। কথা দিলাম, এই মিথ্যার দুনিয়ায় আবারও কথা দিলাম, তোমার ছিলাম, তোমার হলাম, তোমারই থাকব।''

তারকেশ্বরে ভোটে জিতেও আতঙ্কে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সিপিএম প্রার্থী

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর,১১ জুলাই ঃ ভোটে জিতেছেন তিনি। শাসকদলের প্রার্থীকে হারিয়েছেন ২৫ ভোটে। তারপরও কান্নায় ভেঙে পড়লেন সিপিএম প্রার্থী। তারকেশ্বরের তালপুর পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী বাসুদেব সিংহ। তাঁর অভিযোগ,তিনি জিতে গিয়েছেন। এটা ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। তারপরও তাঁকে গণনাকেন্দ্রে আটকে রাখা হয়েছে। সিপিএম প্রার্থী বলেন, আমি জিতেছি। এত ছাপ্পা পড়েছে, তারপরও আমি জিতেছি। মানুষ আমার সঙ্গে রয়েছে। ওরা রাগে বলছে, আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। আমাকে ধমকাচ্ছে। বলছে মেরে দেবে। তাঁর আরও বড় অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে দিয়ে একটি মুচলেকাতে সই করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, তৃণমূলের লোকেরা বলছে কাগজে সই কর, নাহলে ঘর থেকে বেরোতে দেব না। সিপিএম প্রার্থীর বক্তব্য, ঘরে তাঁর স্ত্রী বদ্ধ মা রয়েছেন। তিনি জিতেছেন বলে তাঁর বাড়িতে হামলার আশঙ্কা করছেন তিনি। সারা বাংলাতে এরকম একাধিক দৃশ্য সামনে এসেছে। কেউ পরাজিত হয়ে হামলার ভয়ে কেঁদেছেন, কেউ আবার জিতেও। বিরোধীদের একাংশ হামলার ভয় পাচ্ছেন।

ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার তৎপরতা

করিমগঞ্জ (অসম) ১১ জুলাই ঃ বর্ষাকালে এবং বৃষ্টির পরে, দূষিত জলের কারণে শিশুরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে করিমগঞ্জে ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষের কার্যসূচী শুরু করা হয়েছে। এই অভিযান চলাকালীন, আশা কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে পরীক্ষা করবে। এতে স্বাস্থ্যকর্মীরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে প্রতিটি শিশুকে ওআরএস সরবরাহ করবে। ওআরএস ছাড়াও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে জিঙ্কের প্যাকেটও দেওয়া হবে।

নির্দল প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ পড়া ব্যালট নিয়ে চম্পট পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীর এজেন্টের

উত্তর ২৪ পরগণা, ১১ জুলাই ঃ ভোটের সময়ে কোথাও ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়া, আবার কোথাও ব্যালট পেপার পুড়িয়ে দেওয়া, ব্যালট বাক্সে জল ও কালি ঢালার মতো ঘটনা ঘটেছে। সেই ছবিটা কিন্তু বদলাল না মঙ্গলবারের গণনাতেও। তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় মেনে নিতে না পেরে এ বার তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট ব্যালট নিয়ে গণনা কেন্দ্র থেকে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বয়েজ় হাইস্কুলের গণনা কেন্দ্রে। কিছুদূর যেতেই ওই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করলে সিপিএম কর্মীসমর্থকদের হাত ফসকে পালিয়ে যান তিনি। পরে পাশের একটি ডোবা থেকে সিপিএম সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ দেওয়া অসংখ্য ব্যালট উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এ দিন তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। হাবরা ২ নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ আসনের গণনাকেন্দ্র করা হয় অশোকনগর বয়েজ় হাইস্কুলে। এই ব্লকের ভুরকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ নম্বর বুথে সিপিএম সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর কাছে হেরে যান তৃণমূল প্রার্থী। অভিযোগ, গণনা কেন্দ্রের ভিতরে তৃণমূল প্রার্থীর এই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট। তিনি নির্দল প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ দেওয়া একাধিক ব্যালট নিয়ে পালিয়ে যান গণনা কেন্দ্রের ভিতর থেকে। বিষয়টি নজরে আসতেই বাইরে অপেক্ষারত সিপিএম কর্মীসমর্থকরা তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পাশের একটি ডোবাতে চুরি করা ব্যালট ফেলে পালিয়ে যান তিনি। এরপর সেখান থেকেই নির্দল প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ দেওয়া ব্যালটগুলি উদ্ধার করেন সিপিএমের কয়েকজন কর্মী সমর্থক। পরে, সেগুলো তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। এ দিকে, কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি ব্যালট পেপার চুরি করে পালিয়ে যেতে পারলেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২২ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ আষাঢ়, ১৪৩০

দালাই লামা-আমেরিকা কথা

সম্পাদকীয়

তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামার সঙ্গে আমেরিকার মানবাধিকার বিষয়ক কর্তা কথা বলতেই চিন একেবারে রেগে আগুন। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা তিব্বতের ব্যাপরে কারোর নাক গলানো সহ্য করবে না। আমেরিকা শুধু তিব্বতের দিকে তাকাতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক খারাপ আরও হতে পারে। বেলুন কাণ্ডের পর চিনের সঙ্গে আমেরিকার সখ্যতা নেই বলতে গেলে চলে। ইতিমধ্যে আমেরিকাকে কূটনৈতিক চাপ দিতে রাশিয়া সফর করেছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শিং জিনপিং। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডনের নিমন্ত্রণে আমেরিকা সফর করেছেন এবং সেখানে সামরিক চুক্তিও স্বাক্ষর করেছেন। আমেরিকার ড্রোন ভারত কিনছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে চিন বেশ স্বাভাবিক ভাবে আমেরিকার ওপরে বেশ খানিকটা ক্ষুন্ন। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে তিব্বতের ব্যাপারে কারোর নাক গলানো সহ্য করবে না। আমেরিকার মানবাধিকার বিষয়ক কর্তা উজরা জেয়া ভারত সফর করতে এসে তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে বৈঠক করলেন। আর এতেই স্নায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বেজিংয়ের। বেজিং এখন আমেরিকার ওপরে বেশি ক্ষিপ্ত। তারা পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছে যে অযথা তিব্বত নিয়ে আমেরিকা মাথা গলাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান চিনকে সমানে রেখে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ভারত বারবার বলেছে চিন অনৈতিকভাবে কাশ্মীরের ব্যাপারে মাথা গলাতে শুরু করেছে। চিন সেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করছে। ভারতের কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। উপরন্তু জি-২০ সম্মেলনে কাশ্মীরকে বিতর্কিত স্থান বলে ঘোষণা করে চিন কোনও প্রতিনিধি পাঠায় নি। নয়াদিল্লিতে অবস্থিত চিনা দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে নির্ভেজাল অপরাধ আমেরিকার এখন অপরাধ করতে শুরু করেছে। দালাই লামাকে উস্কানি দিতে শুরু করেছে আমেরিকা। এদিকে আমেরিকা বলে দিয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের যা দালাই লামা পর্যন্ত মনে করে থাকে। কিন্তু চিন কিছুতেই অরুনাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ বলে গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছে না। তার ওপরে আবার ভূটান দিয়ে চিন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। চিন এবং পাকিস্তান ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করছে। নয়াদিল্লিতে চিনের দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে আমেরিকা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তিব্বতের ব্যাপারে সেটাকে পালন করা উচিত। তিব্বতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছে আমেরিকা। এদিকে চিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। চিনের গর্বকে একেবারে খর্ব করে দিয়েছে আমেরিকা। চিন যে মহাকাশে পরিবেশ পরীক্ষা করার জন্য বেলুন পাঠিয়ে ছিল তা আমেরিকার সীমান্তের মধ্যে প্রবেশ করলে আমেরিকার বায়ু সেনারা তা ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এটা চিনের গুপ্তচর বেলুন।

প্রসঙ্গ তালিবান

সম্প্রতি তালিবানদের মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ খোলাখুলি জানিয়েছেন, পাকিস্তান তাদের আর একটি বাড়ি। সাইকাল টুইট করে বলেছেন, কেন তালিবান সৃষ্টি করা হলো তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতকে বিপাকে ফেলা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তালিবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তালিবানদের বিপক্ষে একটি কথাও বলছেন না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তালিবানদের না চটিয়ে পাকিস্তানের সব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। এটা করতে গেলে তালিবানদের তোয়াজ করে রাখতে হবে। পাকিস্তান সেনারা পরোক্ষভাবে তালিবানদের সামরিক ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে অস্ত্র দিয়েছে আফগান দখল করতে। এবারে কাশ্মীরে তালিবান জঙ্গিদের প্রবেশ করানোর জন্য পাকিস্তান তাদের মাটি ব্যবহার করে দেওয়ার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কাশ্মীরকে জঙ্গি মুক্ত করে রাখাই হচ্ছে এখন ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে পাকিস্তান এবং অন্য দিকে চিন যেভাবে ভারতের বিপক্ষে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে আগামি দিনে ভারতকে না বিরাট বিপদের মুখে পড়তে হয়। সেই সময়ে আমেরিকা যদি আবার নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে পিছতে শুরু করে তাহলেই মুশকিল। আমেরিকার সব সময়ে তাদের কতটা লাভ হবে তার হিসাব কষে যে কোনও বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এদিকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই চিন সরকারকে ভারত বিরোধিতা করতে উস্কানি দিচ্ছে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে তালিবান, আইএস এবং আল কায়দার বড় যোগ রয়েছে। অতএব তালিবানরা যতই স্বচ্ছ ছবি দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন তাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর বেশ যোগ রয়েছে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। কাবুলে তার ছায়া পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে চলছে দিনরাত ধরে রকেট হানা। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী এবং জঙ্গিরাও মারা পড়ছে। কাবুল এখন বলতে গেলে একটি অশান্ত শহরে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে সাধারণ নাগরিকেরা পালাতে শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গি সদস্য এবং তালিবান যোদ্ধাদেরই কেবল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায়। তালিবানরা আফগানিস্তানে শাসন করলেও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি তালিবানদের স্বীকৃতি দেয়নি। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ছাড়া আর কারোর থেকে তেমন সাহায্য পায়নি। উল্টে তালিবান নেতাদের ওপর রাষ্ট্রসংঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। বিশ বছর বাদে তালিবানরা আবার আফগান দখল করলে তাদের ওপরে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক বিবৃত্তিতে সমস্ত আফগান গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসে মদত না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেখানে তালিবান শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অমৃতময় জল কপটের নিকট
তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও
তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না
মাটির শরীর মাটি হবে মাটি
ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই
কররে খাঁটি অমৃতেরই
এনে নিদান ।।।।।।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির রাজনৈতিক জীবন দর্শন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯০৮-১৯০৯ সালে একদল তরুণ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে মেনে নিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বল্লভ রায়, জ্ঞান মিত্র, জ্যোতিষ মজুমদার (চণ্ডী), অমরেশ কাঞ্জিলাল, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার (যিনি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা), দেবী প্রসাদ রায় (খুড়ো), সতীশ সরকার, চারু ঘোষ (চেতলা), ননীগোপাল সেন (হাওড়া), ফণীন্দ্রনাথ রায়, ক্ষিতিশ চন্দ্র সান্যাল, নলিনী কান্ত কর এবং অতুল ঘোষ। যতীন্দ্রনাথ এঁদের কাছে একজন অসীম সাহসী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং সবাই তাঁকে 'হিরো' বলে মেনে নিয়েছিলেন। নদিয়ার কেয়া তখন বন জঙ্গলে ভর্তি। গভীর জঙ্গলে তখন বাঘ সেখানে দেখতে পাওয়া যেত। যতীন মুখার্জির এত শক্তি ছিল যে তিনি একটি ছোরা নিয়ে বাঘকে ঘায়েল করেছিলন কেয়ার জঙ্গলের মধ্যে। সেই খবর সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত। সেই থেকে তাঁর নাম হল 'বাঘা যতীন'। 'The skin of the sripted Bengal tiger (not leopard) killed by Jyotindra Nath in 1906 as well as the dagger with which it was killed was presented to Dr. Suresh Prasad Sarbadhikari by Jyotindra Nath as a gift of gratitude on his recovery from the fatal wounds he had sustained during his fight with that tiger. Dr. Kanak Sarbadhikari, son of Dr. Suresh Sarbadhikari and at present Pricipal of the Calcutta Medical College, has stated to the writer on 22.8.66 that his father was then the leading surgeon of Calcutta took upon himself the responsibility for curing that fatally wounded patient whose whole body had been poisoned by the tiger's nails. He not merely operated upon the body of Jyotindra Nath, but also took the trouble of coming twice to his house daily to dress his wounds personally, and not getting them done by his assistants which was the usual course. Dr. K. Sarbadhikari stated further that the exemplary heroism of Jyotindra Nath acted as an inspiring force behind his father's organisation of the Bengal Regiment sent to the Mesopotemian battlefield in 1916. The skin of the tiger, padded and mounted with the head in bold relief, was laid on the floor of their house as he saw it in his boyhood days. The head was in tact together with the tongue and the ears except bearing some marks of wound on the neck and on the body. The story that the tiger's head was broken into pieces by Jyotindra Nath is thus an exaggeration. Although the skin has already perished, the dragger is still preserved in the family of Dr. K. Sarbadhikari."। সেই সময় থেকে যতীন্দ্রনাথ একদল তরুণদের সেবামূলক কাজে উৎসাহিত দিতে শুরু করলেন এবং প্রতিটি নাগরিকদের সম্মান দেওয়ার প্রথা শেখালেন। তখন যতীন্দ্রনাথ গেরিলা আক্রমণ করে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশরা এতো বেশি শক্তিশালী যে এদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পারা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বাংলার তরুণদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেবেন। কিন্তু দেশের জনগণকে আগে জাতীয় চেতনায় জাগ্রত করতে হবে এবং তারপরে তাদেরকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিলেই তা কার্যকর হবে। কলকাতার মেডিকেল কলেজের পিছনে অবস্থিত শোভারাম বসাক স্ট্রিটে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে মিলিত হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। সেখানে তাঁর গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উপায় কি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে থাকেন। সেই সময়ে যতীন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ ভৌমিক (আইন ছাত্র), ক্ষিতিশ চন্দ্র সান্যাল (আই.এ ছাত্র), বল্লভ রায় (হোমিপ্যাথিক ছাত্র), ফণীন্দ্রনাথ রায় (হোমিপ্যাথিক ছাত্র), এবং দেবেন্দ্রনাথ দাস (আই.এ ছাত্র)। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (এম.এ ছাত্র), ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (এমএসসি ছাত্র), রণেন গাঙ্গুলী (সরকারি কর্মচারি), সেখানে একটি মেস তৈরি করা হল। এই মেসে এসে থাকতেন সতীশ চন্দ্র সরকার, প্রভাস চন্দ্র দে, তিনকড়ি দে এবং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। যতীন্দ্রনাথের গোষ্ঠীর ছেলেরাও সেখানে এসে বসবাস করতে পারতো প্রয়োজন বুঝে। এই মেসকে আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করতেন যতীন্দ্রনাথ এবং প্রভাস দে। এই মেসের স্টুয়ার্ড ছিলেন হাওড়ার বাত্রার রণেন গাঙ্গুলী। কালি বোস লেনে আর একটি মেস ছিল। সেখানে বিপ্লবী লেফটেন্যান্ট যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ছাড়াও থাকতেন গিরীন ভোমিক এবং দেবেন দাস। সময়ে সময়ে সতীশ চন্দ্র সরকারও সেখানে এসে থাকলেন। রাজনৈতিক ডাকাতি এবং হ্যতার বিরোধী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধায়। তিনি গেরিলা আক্রমণ করে ব্রিটিশ রাজকে ভারত থেকে বিতারিত করার পরিকল্পনা রচিত করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। সেই কারণে তিনি রাজনৈতিক ডাকাতি এবং হত্যাকে একেবারে অপচ্ছন্দ করতে থাকেন। তিনি পরিস্থিতি বুঝে বিপ্লবী কাজ করতে ভালোবাসতেন। রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করার ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু পরিস্থিতি সেই রকম তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কমই ছিল। তার ফলে এর জন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। মহাত্মা গান্ধির অহিংসা আন্দোলনের চেয়ে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রামকে বেশি করে পচ্ছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ডাকাতির করার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও বাধ্য হয়ে একটি ডাকাতি অংশ গ্রহণ করেছিলেন অর্থ সংগ্রহ করার জন্য। যতীন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ ভৌমিক, যতীন রায়, বিনয় রায় সহ আরও কয়েকজন মিলে ২৯ নভেম্বর, ১৯০৮ সালে তাঁরা নদিয়ার রাইতা ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। "According to the I.B Records of the Govt. of West Bengal (F.N.229/15), the property looted from Raita in November, 1908 was valued at as Rs. 1,915. Jyotindra Nath's leadership in Raita expeditaion is also corroborated by Sri Khitish Chandra Sanyal of Kushtea, and Satish Chandra Sarkar of North Bengal" আবার তিনি রাজনৈতিক হত্যাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১০ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেট (সিআইডি) স্যামসুর আলম হত্যার মূল কারিগর তিনিই ছিলেন। যদিও এই হত্যার ব্যাপারে কোনও রকমভাবে তাঁর মন থেকে সায় দেয়নি। কিন্তু সতীশ সরকার এ ব্যাপারে এই হত্যার ব্যাপারে মত ছিল। অনুশীলন সমিতির তরুণ সদস্য বীরেন দত্ত গুপ্তও এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেট স্যামসুর আলমকে হত্যা করার কোনও ইচ্ছা ছিল না বিপ্লবীদের। কিন্তু তাঁরা বাধ্য হয়েছিল তাঁকে হত্যা করতে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে স্যামসুর আলম আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্তদের সঙ্গে হিংসাত্মক মূলক আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলেই বাধ্য হয়েই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনায় সায় দেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রাজনৈতিক হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল বিপ্লবীরা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁদের কাজে বহু বাধা দিতে শুরু করেছিল বেশ কিছু ক্ষমতাশালী ইংরেজপন্থী ব্যক্তিরা। তাদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা সমানে খোলা ছিল না। ১৯০৮ সালে ৯ নভেম্বর পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জিকে মারা হল। ১৯০৯ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি আলিপুর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং বোমা মামলার ক্রাউন কাউন্সেল আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর আদালতের মধ্যে হত্যা করা হল। ফলে বিপ্লবীরা হত্যার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ল। স্যামসুর আলম হত্যায় ব্রিটিশ প্রশাসন হতবাক হয়ে গেল। ২৭ জানুয়ারি ১৯১০ সালে হত্যার মূল কারিগর যতীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করলো কলকাতা পুলিশ। পুলিশ কমিশনার হত্যা অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেও পরে আবার তাঁকে গ্রেফতার করে হাওড়াতে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার আদালতে সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ললিত কুমার চ্যাটার্জি এবং নির্বান চন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে সেকশন ৪০০ ইণ্ডিয়ান পুলিশ আইনানুসারে ডাকাতির মামলা চলছিল ।

হাওড়া গোষ্ঠী মামলা (হাওড়া গ্যাং কেস) থেকে মুক্তি পেলেন যতীন্দ্রনাথ। তারপরে তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করে কন্ট্রাক্টর এর কাজ গ্রহণ করলেন। মুর্শিদবাদের গোপালনগরে প্রথম সদর দফতর তৈরি করলেন। তারপরে তিনি যশোরের ঝিনাইদহ'তে একটি অফিস খুলেছিলেন সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও বসবাস করতেন। তিনি প্রথম কাজ করেছিলেন যশোরের 'সারা সেতু'র আর্থ-কাজ। যশোর-ঝিনাইদহ এর রেলের ছোট কাজ, যশোরের জেলা বোর্ডের অধীনে থেকে তিনি ঝিনাইদহ-এর স্তু পাইপ লাইনের কাজ করেছিলেন। এবং পরে পিডাব্লুডি-এর অধীনে নতুন মুন্সেফ আদালতের কাজ করেন মণ্ডরাতে। সেই সময়ে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়ে নতুন করে বিপ্লবী সংগঠন চাঙ্গা করার দিকে ঝোঁক দিলেন। ১৯১২ সালে কুষ্টিয়ার বিনয় রায়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী যতীন রায়, পাবনার গোপেন রায়, কুষ্টিয়ার ক্ষিতীশ সান্যাল, যদুবেড়িয়ার নলিনী কান্ত কর এবং কেয়ার মন্মথনাথ ভৌমিক। ১৯০৭-০৯ সালে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি করেন এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তখন যতীন্দ্রনাথ একজন আসামি হয়ে কারাগারে ছিলেন হাওড়া গ্যাং মামলার অভিযুক্ত হয়ে। (ক্রমশ)

২২৩ তম জন্ম দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
নারী শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে বাংলায় আগমন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় এসেছিলেন নারী শিক্ষার উন্নতি করার লক্ষ্য নিয়ে। তিনি কলকাতায় একটি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের উন্নতি সাধন করেছিলেন। আজকে তাঁর ২২৩ তম জন্মদিন। তিনি ১৮০১ সালে ১২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিলাতের সল্টফোর্ড'তে। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি ছোট প্রতিবেদন)

১৮৪৮ সাল। কলকাতার খিদিরপুর ডকে একটি জাহাজ এসে উপস্থিত হল। সেই জাহাজ থেকে নামলেন এক সাহেব। তাঁর নাম এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। মাত্র উনত্রিশ বছরের এক তরুণ। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমন। মেধাবী ছাত্র বেথুন। সাহিত্য, অঙ্ক বিজ্ঞান তাঁর খুবই আগ্রহের বিষয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলজে থেকে আইন পাশ করে ভাবছিলেন কী করবেন। ঠিক সেই সময়ে একটি সলিসির ফার্ম থেকে আইনজীবীর সহকারি হিসাবে কাজ করার আমন্ত্রণ পেলেন। সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। ভারতের সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করেছেন আইনজীবী। সতীদাহ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। জীবনের প্রথম কাজ। প্রবল উৎসাহ নিযে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। মামলা যত বেশি এগোতে থাকে ততই তিনি নিরাশ হতে থাকেন। ভাবতে থাকেন কাদের পক্ষ নিয়ে তিনি মামলা করছেন। যাদের স্বামীরা মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এমন পৈচাশিক বর্বর প্রথা আধুনিক পৃথিবী কি মেনে নেবে। তিনি আইনজীবী হয়ে এই নিষ্ঠুর প্রথাকে সমর্থন করতে আইনী লড়াই করছেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা ছেলের কষ্টকে বুঝতে পারেন। মায়ের কাছে সব কিছু খুলে বলেন পুত্র। মা সেই সময়ে বলেছিলেন যদি কখনও সম্ভব হয় তাহলে ভারতবর্ষে গিয়ে অসহায় মহিলাদের জন্য কিছু

করো। অসহায় মানুষদের জন্য কল্যাণ করার চেয়ে আর বড় কিছুই নেই। বেথুনের মনে হল মা সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষ দেখেননি। শুনেছেন অন্ধ কুসংস্কারে পরিপর্ণ একটি দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে চাকরি পেলেন। কাজের সূত্র ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। ভারতের আসার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন। সুযোগ এসে উপস্থিত হল। কলকাতায় তখন লর্ড ডালহৌসি ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছেন। তাঁর মনে হল শুধু বাণিজ্য নয়, চাই একচ্ছত্র আদিপত্য। ছলে বলে কৌশলে ভারত অধিকার করতে হবে। শুধু বন্দুরে নল নয়, ভারতের প্রশাসনকে হস্তগত করতে হবে। ডালহৌসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চিঠি লিখলেন, একজন দক্ষ আইনজীবী চাই তিনি আইন সচিব হয়ে কাজ করবেন। কোম্পানি ভারতে চাকরি করার প্রথম প্রস্তাব পাঠালো বেথুনের কাছে। বেথুন তা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। মা এলিনর প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু মায়ের কথা তাঁর মনে রয়েছে। মায়ের কথাকে পূর্ণতা দিতে তিনি ভারতবর্ষের আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। দেরি না করে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পেরিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। লর্ড ডালহৌসি তাঁকে আইনী কাজ করার পাশাপাশি কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সভাপতি করে দিলেন। তিনি পেশায় আইনজীবী হলেও নেশা ছিল জ্ঞান চর্চার। জার্মান, লাতিন এবং ফরাসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সভাপতি হওয়ার ফলে দেশিয় পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতে থাকলো। ঠিক সেই সময়ে মাইকেল বন্ধু গৌরদাস বসাক এসে বেথুনের কাছে উপস্থিত হলেন একটি আর্জি নিয়ে। গৌরদাস বসাক তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কবি মাইকলের ইংরেজি কাব্য ' দ্য কাপটিভ লেডি'র মতামত দিতে অনুরোধ বেথুনকে। বেথুন তাঁর মতামত না দিয়ে মাইকেল বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলেন, আপনার বন্ধু ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত। তাঁকে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করতে বলুন। তাহলে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

বেথুনের মাথার মধ্যে তাঁর মায়ের কথাটা রয়েছে। মহিলাদের জন্য কিছু করতে হবে সেই চিন্তাটাকাজ করে চলেছে। তিনি ভুলে যাননি। তিনি তাঁর বাড়িতে পণ্ডিতদের নিয়ে আসর বসালেন। সেই আসরে এসে উপস্থিত হলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামতনু লাহিড়ী সহ আরও অনেকে। পণ্ডিত মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে -কুন্দমালা এবং ভুবনমালা। বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদের ভালোবাসতেন। সেই আসর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মেয়েদের জন্য একটি উচ্চমানের মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ এগিয়ে চলতে শুরু করে দিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য জমি দান করলেন। বাংলার নারী শিক্ষা-স্কুল ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হল বেথুন স্কুলের নাম। তখনও এই স্কুলের নাম বেথুন স্কুল ছিল না। সাংবাদিক রবীন্দ্রকুমার শীল জানতে পারেন যে এর আগের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা 'কলকাতা মহিলা স্কুল'। সালটা ৭ মে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ। তখন স্কুলটি ছিল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তারপরে ১৯৫০ সালে ৫ নভেম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে "ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল" এর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলার ছোটলাট স্যার হারবার্ট লিটলার এবং লেডি লিটলার ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লেডি লিটলার একটি অশোক গাছের চারা পুতলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণপুরুষ স্যার উইলিয়াম জোন্স অশোক গাছের নামকরণ করেছিলেন-'জনজিয়া অশোকা'। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বেথুন সাহেবের। বিদ্যাসাগরের কাছে বেথুন সাহেব স্কুলের শিক্ষামন্ত্র রচনা করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।

হেরিটেজ

সেন্ট জেমস চার্চ

কলকাতার সবচেয়ে মার্জিত চার্চ হচ্ছে সেন্ট জেমস চার্চ। ১৮৬২ সালে এই গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই গির্জাটির দুটি চুড়া রয়েছে। সেই কারণে একে বলা হয়ে থাকে জোড়া গির্জা। এই গির্জাটি নির্মাণ করেছিলেন ওয়াল্টার বি গ্র্যানভিল। ইংরেজি গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন এটি। আগে এই গির্জাটি নেবুতলার কাছে ছোট আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১২ নভেম্বর ১৮২৯ সালে বিশপ রেজিনাল্ড হেবার দ্বারা পবিত্র করা হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে ২৩ আগস্ট গির্জার ছাদটি পড়ে যায়। এর সঙ্গে একটি ছোটদের স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ছোটজের পড়াশুনা করানো হতো। সেই ভেঙে যাওয়া গির্জটিকে সংস্কার না করে নতুন একটি স্থানে গির্জাটিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার ফলে আজকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডে যে জোড়া গির্জাট দেখতে পাওয়া যায়। তার উৎপত্তি স্থল ছিল নেবতুলা বর্তমানে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে। নতুন গির্জা এবং স্কুল নির্মাণ করার ব্যাপারে আর্চডেকন প্র্যাটের সম্মতি ছিল। নতুন চার্চের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ৭ জুন ১৮৬২ সালে। তখনকার বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনর জন প্রিটার গ্র্যান্ট ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বিশপ কটন ২৫ জুলাই ১৮৬৪ সালে এর পবিত্র করান। কলকাতার যে কয়েকটি বিখ্যাত ছাত্রদের স্কুল রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কুল হলো সেন্ট জেমস স্কুল। এর পাশেই রয়েছে মেয়েদের স্কুল প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল। মেয়েদের এই স্কুলটির খ্যাতি রয়েছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হিসাবে বাংলা জুড়ে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

সম্পাদক সমীপেষু

ভারত কি তালিবানকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে ভাবছে?

প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর আগেই বলেছিলেন, তালিবানরা আগামি দিনে সেখানকার সব গোষ্ঠীকে নিয়ে সরকার গঠন করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত সম্পর্কে তালিবানরা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় সেটা দেখেই তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথ ধরে হাঁটবে ভারত। এখন হঠাৎ করে তালিবান সরকারের ব্যাপারে ভারত কোনও রকম পদক্ষপ গ্রহণ করতে চায় না। আফগানিস্তানে তালিবানরা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। তারা সেখানে উৎশৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। কেউ কারোর কথা শুনছে না। তালিবানপ্রশাসন কোনও কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে না। তালিবান যোদ্ধারা যেখানে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। কারোর কোনও কথাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না তালিবান যোদ্ধারা। নিজেদের ইচ্ছা মতো সেখানে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। জোর করে তরুণদের তালিবান যোদ্ধা করা হচ্ছে। মেয়েদের বন্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। সব কিছুই চলছে তালিবান যোদ্ধাদের মদতে। ফলে সেখানে এখন আইনের শাসন নেই। এটা চলতে পারে না।

অশোক রায়, বারাকপুর।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভায় অনন্ত মহারাজ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ১১ জুলাই ঃ রাজ্যসভার সাংসদদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২৩ জুলাই। তারপর নতুন করে হবে ভোট। এমতাবস্থায় 'দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন' সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে প্রার্থী করছে বিজেপি এমন কথা দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। মঙ্গলবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে একথা স্বীকার করলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ। মঙ্গলবার ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা। সকাল থেকেই জেলাজুড়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে থাকে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক মঙ্গলবার দুপুরে পৌঁছে যান অনন্ত মহারাজের বাড়িতে। দরজা বন্ধ করে প্রায় ঘন্টাখানে করলেন রুদ্ধশ্বাস বৈঠক। বৈঠক শেষে অনন্ত মহারাজ বলেন, আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে আমি প্রস্তাব স্বীকার করেছি। তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি যে দাবিগুলো তুলছিলেন যদি সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন তাহলে কি আপনার সেই দাবিগুলি পালনে সুবিধা হবে? উত্তরে তিনি বলেন, এটাই একমাত্র পথ। কেন্দ্র সরকার ছাড়া তা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল অবশেষে মঙ্গলবার জল্পনার অবসান হল। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে আসেন একের পর এক তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার সফরের সময়ও তাকে ফুল-মিষ্টি পাঠানো হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে যান তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেদিন রাজীব বাবু বলেন এ শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তবে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে সেই লোকসভা নির্বাচনে রাজবংশী ভোট নিজেদের দলে টানতে মরিয়া দুই শিবির। এমতাবস্থায় তৃণমূল নেতৃত্বের ঘনঘন অনন্ত মহারাজের দেখা করা আসলে লোকসভার আগে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক শক্ত করার লক্ষ্য ছিল। তবে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে অনন্ত মহারাজকে বিজেপি শিবিরের টেনে নেওয়ায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজবংশী ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাবে এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও এ প্রসঙ্গে দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, অনন্ত মহারাজের মত একজন ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় পেলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কথা তিনি তুলে ধরতে পারবেন সাধারণ মানুষের জন্য। আমরা তাকে প্রস্তাব দিয়েছি। তবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পরেই সবটা জানা যাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার অনন্ত মহারাজের স্বীকারোক্তি লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মাস্টার্স স্ট্রোক বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

বাঁকুড়ায় জেলা পরিষদে জিতলেন সুজাতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জুলাই ঃ মাটি কামড়ে পড়ে থেকে বাঁকুড়ার জেলা পরিষদ আসনে জয় পেলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। জেলা পরিষদের ৪৪ নম্বর আসনে জিতে গিয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। জেলার জয়পুর ব্লক গ্রাম পঞ্চায়েতে ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে শাসকদলের বিপক্ষে কোনও প্রার্থী না থাকায় শুরুতেই জেলা পরিষদের গণনা শুরু হয়। গণনায় প্রায় ১৮ হাজার ভোটে জিতেছেন সুজাতা। এর আগেরও ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগ কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। কিন্তু সেবার তিনি জিততে পারেননি। ভোটগ্রহণের দিন কেন্দ্রে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের তাড়া খেতে হয়। এ বার ফেল পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। বিরোধীদের হারিয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে জেতার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি বিধানসভা বা লোকসভা ভোটের জন্য লড়াই করছেন। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাতেই তাঁর এই জয় এসেছে। সুজাতা নিজেও অবশ্য স্বীকার করেছেন এই জয় সহজ ছিল না। তাঁর কথায়, আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম সেটা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। এক মাস ধরে আমরা খেটেছি। বুথকর্মী, অঞ্চলকর্মী সবাই আমরা মাটি কামড়ে পড়ে ছিলাম। যে জায়গা গুলোতে আমরা দুর্বল ছিলাম সেগুলো কভার করেছি। মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে প্রচার করেছি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্রর সঙ্গে বিজেপিতেই ছিলেন। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী হন সৌমিত্র। কিন্তু আদালতে নির্দেশে নিজের এলাকায় যেতে পারেননি তিনি। একা হাতে প্রচার সামলান সুজাতা। জয়ও পান সৌমিত্র খাঁ। কিছুদিন আগেই তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু ভোটে লড়াইয়ে যে শিক্ষা সে সময় হয়েছিল। তাঁকেই কাজে লাগিয়েছেন এবার। তাতেই এসেছে জয়। এই জয়ের পর বাঁকুড়া তৃণমূলে চর্চা শুরু হয়েছে, এবার কী তবে লোকসভায় তাঁকে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে দল? সুজাতাকে প্রার্থী করার পিছনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত কৌশল রয়েছে বলেই মনে করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এক সময় জেলার পর্যবেক্ষক ছিলেন তিনি। এখনও বিভিন্ন বিষয় তিনি সরাসরি দেখেন। তাই যেহেতু বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই সুজাতার জেতা জেলা পরিষদ পড়ে, তাই তাঁকে আরও বড় লক্ষ্যে ওই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। তেমনটা মনে করছেন তৃণমূলের কেউ কেউ।

ময়নায় বোমা বিস্ফোরণে জখম হলেন ১

দুরন্ত বার্তা, ময়না, ১১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গণনার দিনও হিংসায় উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না। মঙ্গলবার ময়নায় ভোট গণনার দিনে তীব্র বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। আর তার জেরে উড়ে গেল এক ব্যক্তির হাত। এই ঘটনাটি ঘটেছে ময়নার বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবরদান গ্রামে। গোটা ঘটনায় এবং বিস্ফোরণের শব্দে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। আহত ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ গণনার দুপুরে বাগানে বাঁশ কাটতে গিয়েছিলেন ওই গুরুপদ ভুঁইয়া (৬৪)। তখনই সেখানে ঘটে বিপত্তি। আগে থেকেই ওই বাগানে বোমা রাখা ছিল। যা বাঁশ কাটার সময় তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। আর তার জেরে এই ব্যক্তির বাঁ হাতের আঙুল থেকে কবজি পর্যন্ত উড়ে যায়। এমনকী আঘাত লেগেছে কপালেও। সারা শরীরে বোমার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বাগানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের সূত্রে খবর, দুপুরে বাগানে বাঁশ কাটতে গিয়েছিলেন তিনি। তখনই ওখানে রাখা বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনার পর সেখানে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়। বোমা বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ শুনে স্থানীয় কয়েকজন ওই বাগানে ছুটে আসেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তি পড়ে রয়েছেন। তখন তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন গ্রামে এভাবে বোমা বিস্ফোরণের জেরে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ময়না বিধানসভা এখন বিজেপির দখলে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই তাদের লোকজনের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। আর বিজেপির অভিযোগ, এলাকা দখল করতে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি করছে তৃণমূল।

তৃণমূলের পরাজয় খাদিকুল গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ১১ জুলাই ঃ এগরা বিস্ফোরণকাণ্ডের অকুস্থল খাদিকুল গ্রামে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী। মঙ্গলবার ভোটগণনা শেষ হলে দেখা যায় ওড়িশা সীমানা লাগোয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের এই গ্রামে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পুষ্পলতা সাউ। গত ১৬ মে এগরা থানা এলাকার খাদিকুল গ্রামে একটি অবৈধ বাজি কারখানায় বিকট বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় ১২ জন মারা যান। তার পর থেকেই শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুটছিল গোটা খাদিকুল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে খাদিকুল গ্রামের আসনটি ছিল মহিলাদ সংরক্ষিত। সেখানে ২ বারের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শান্তিলতা দাসকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। পালটা পুষ্পলতা সাউকে ভোটের ময়দানে নামায় বিজেপি। মঙ্গলবার ভোটগণনা শেষ হলে জানা যায় বিজেপি প্রার্থীর কাছে ৮২ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

ভ্রম সংশোধন ঃ মঙ্গলবার ৫ পাতায় 'ভোটের দিন সিপিএমের হার্মাদদের তাণ্ডব' শীর্ষক সংবাদে ভুলবশতঃ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদপ্রার্থী সামিরুল ইসলামের মা রসুলা বেওয়া-র ছবি ছাপা হয়েছে। এই সংবাদের সাথে এই ছবির কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক।

ARIES AGRO LIMITED

The Company wishes to market its 100% Water Soluble Mixture of Fertilizers under the Brand Name Majorsol Chilly (NPK 0:16:16), Majorsol Millets (NPK 16:15:0) and MacroFert (NPK 19:19:19) in the State of West Bengal.

Sr. No.	Generic Name	Brand Name	Contents of the Products
1.	100% Water Soluble Mixture of Fertilizer NPK 0:16:16	Majorsol Chilly	• Water Soluble Phosphorus as P_2O_5 : 16.00% • Water Soluble Potassium as K_2O : 16.00% • Calcium as Ca-EDTA : 2.00% • Magnesium as Mg-EDTA : 2.00% • Zinc as Zn : 1.00% • Boron as B : 0.1% • Sulphur as S : 2.5%
2.	100% Water Soluble Mixture of Fertilizer NPK 16:15:0	Majorsol Millets	• Total Nitrogen : 16.00% • Water Soluble Phosphorus as P_2O_5 : 15.00% • Magnesium as Mg : 2.00% • Zinc as Zn : 2.00% • Manganese as Mn : 1.00% • Sulphur as S : 12.00%
3.	100% Water Soluble Mixture of Fertilizer NPK 19:19:19	MacroFert	• Total Nitrogen : 19.00% • Water Soluble Potassium as K_2O : 19.00% • Water Soluble Phosphorus as P_2O_5 : 19.00%

The aforementioned 100% Water Soluble Mixture of Fertilizers are strictly in accordance with the Notification No. S.O.2900 (E) dated 24.10.2015, duly amended vide Notification No. S.O.4120 (E) dated 30.12.2017, issued by Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, New Delhi.

Date : 12.07.2023

Marketed By:
M/s. Aries Agro Limited
P.O. & Village Abdalpur, Near Wireless Moth,
District : 24 Parganas (North), West Bengal - 700 155

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর,
কোড নং ঃ ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর),
১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অনুবিধি-৪(ধারা ৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর শাখা** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন বিভাগ ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে **ধারা ৩** নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যা উল্লেখিত, গ্রাহকদের আহ্বান করা হচ্ছে, পরিশোধ করতে যে রাশি উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে।
এখানে উল্লেখিত গ্রাহকরা বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি যা বর্নিত রয়েছে এখানে ক্ষমতার প্রয়োগ বলে যা সুনিশ্চিত রয়েছে তাঁর ওপর অধীন উপ-ধারা ৪ ধারা ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে ধারা ৮ এই তারিখে।
গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বিধাননগর শাখা** বকেয়া রাশি এবং পরবর্তী সুদ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ও দাবী যা রয়েছে।

ক্র. নং.	১) গ্রাহক ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা ২) অ্যাকাউন্ট নং.	বন্ধকী স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) অধিগ্রহণ তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ গ) বকেয়া রাশি
১.	**শ্রী সদানন্দ রায় চৌধুরি এবং শ্রীমতি প্রথমা রায় চৌধুরি** **উভয় ঠিকানা ঃ** তিনকন্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট - ৪সি (গোবিন্দ নিবাস খেলার মাঠ বিপরীতে), কলকাতা-৭০০০৫৯ এবং অন্য ঠিকানা-তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, চতুর্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং. ১৬, ১০৪ বান্ধব নগর কলোনি, কলকাতা-৭০০০২৮। হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন অ্যাকা. নং. ঃ **৩৬০২১৬০২৩৮১** সুরক্ষা অ্যাকা. নং. ঃ **৩৬০২২০০০২৯৩**	সমস্ত অংশ সম্পূর্ন বসবাসের ফ্ল্যাট যার নং. ১৬ যার সুপার বিল্ট এলাকা ৭৬৬ (সাতশত ছেষট্টি) ব.ফু., কম বা বেশি যার মধ্যে ২(দুটি) বেড রুম, ১(এক) ব্যালকনি চতুর্থ তলে (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) সঙ্গে মার্বেলের মেঝে উল্লেখিত জি প্লাস ৪ তল বিল্ডিংয়ে সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অবিভাজ্য অংশ বা আগ্রহ জমিতে সঙ্গে সমস্ত কমন সার্ভিস এলাকা, সুবিধা সমূহ এবং লিফট সুবিধা উল্লেখিত বিল্ডিংয়ে যার নাম তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট যা অবস্থিত রয়েছে এবং যার মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ১০৪, বান্ধবনগর কলোনি, কলকাতা-৭০০০২৮, দমদম থানা এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং. ৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং.-১, ভলিউম নং. ১৫০৬-২০১৬, পাতা-২৫১৭৮০ থেকে ২৫১৮১৩, যার নং. ১৫০৬০৬৭৪ সাল ২০১৬। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সদানন্দ রায় চৌধুরি এবং শ্রীমতি প্রথমা রায় চৌধুরি নামে।** **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-১৭' চওড়া কলোনি রাস্তা, দক্ষিণ-এস.পি. নং. ২০৭, পূর্ব-এস.পি. নং. ২০৪, পশ্চিম-১২' চওড়া কলোনি রাস্তা।	**ক) ১১.০৭.২০২৩** **খ) ১২.০৪.২০২৩** **গ) টাকা. ১৪,৭৯,২৯২.০০ (চোদ্দ লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)** ১২.০৪.২০২৩ তারিখে সঙ্গে অপ্রযোজ্য সুদ তারিখ পর্যন্ত । সঙ্গে আপনাকে দিতে হবে ভবিষ্যৎ সুদ চুক্তি দরে উল্লেখিত রাশিতে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ, দাবী ইত্যাদি।
২.	**শ্রী নবীন গুপ্তা এবং শ্রীমতি সীমা গুপ্তা,** পিতা-অশোক কুমার গুপ্তা **উভয় ঠিকানা ঃ** ১৮ শিবপুর রোড, শিবপুর বাজার, হাওড়া, পিন-৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন ঠিকানা ঃ রাধা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং. ২বি, দ্বিতীয় ফ্লোর, জগৎপুর, পোস্ট গৌরাঙ্গ নগর, পোস্ট-গৌরাঙ্গনগর, থানা-বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১৫৯। হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন অ্যাকা. নং. ঃ **৩৬১৮৯২৪২৬৪২** টপ আপ অ্যাকা. নং. ঃ **৩৭৯৬৬২৬১৬৩** সুরক্ষা অ্যাকা. নং. ঃ **৩৬১৮৯২৮৭০২৬**	সমস্ত অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট যার নং. ''২বি'' ''দ্বিতীয় ফ্লোরে'' যার সুপার বিল্ট এলাকা ৭৬৫ ব.ফু. বা কিছু কম বা বেশি যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম লিভিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডব্লু / সি এবং একটি ব্যালকনি। অ্যাপার্টমেন্টের নাম ''রাধা অ্যাপার্টমেন্ট'' অবস্থিত রয়েছে জগৎপুর, পোস্ট-গৌরাঙ্গনগর, থানা-বাগুইআটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৫৯, সঙ্গে রয়েছে মালিকানার অংশ কমন এলাকা, সিঁড়ি, লিফট, সাধারণ সুবিধাসমূহ সঙ্গে রয়েছে জমি পরিমাপ ৩ কাঠা কিছু কম বা বেশি, যার সিএস দাগ নং. ৪৫৬ , আরএস দাগ নং. ৫৯৪, এলআর দাগ নং. ৫০৭৬ অধীন সিএস খতিয়ান নং. ২৬৯, আরএস খতিয়ান নং. ৫১৩, এলআর খতিয়ান নং. ৫২৫৪, ৫২৫৫, ৫২৫৬, ৫২৫৭ ও ৫২৫৮ যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-জয়নগর, জেএল নং. ১৬, রে.সু. নং. ১১৪, তৌজি নং. ৩০২৭, পরগণা কলকাতা, পূর্বে রাজারহাট থানা এবং বর্তমানে বাগুইআটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বিধাননগর পুরনিগম অধীন (পূর্বে যা রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা নামে পরিচিত), পূর্বেকার এডিএসআরও বিধাননগর বর্তমানে রাজারহাট, নিউটাউন। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী নবীন গুপ্তা এবং শ্রীমতি সীমা গুপ্তা নামে।** **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-খোলা আকাশ এবং ফ্ল্যাট নং. ২এ, দক্ষিণ-খোলা আকাশ, পূর্ব-সিঁড়ি, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং. ২এ ও ২সি, পশ্চিম-খোলা আকাশ।	**ক) ১১.০৭.২০২৩** **খ) ১৮.০৪.২০২৩** **গ) টাকা. ২৫,০০,৯৭৩.০০ (পঁচিশ লক্ষ নয়শত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)** ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে সঙ্গে অপ্রযোজ্য সুদ তারিখ পর্যন্ত । সঙ্গে আপনাকে দিতে হবে ভবিষ্যৎ সুদ চুক্তি দরে উল্লেখিত রাশিতে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ, দাবী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ এই অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহককে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে। যদি, গ্রাহক তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি বিবেচিত হবে পরিষেবার পরিবর্ত মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ১১.০৭.২০২৩
স্থান ঃ বিধাননগর

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসআইটি/০২/২৩/২৯, তারিখ ১০.০৭.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন- ...

(Stores-23/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ...

(HWH-144/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালিগাঁও হেড কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ফুটো ছাদের প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলি

... www.ireps.gov.in ...

ডিজিএম (ডব্লিউ)/কো-অর্ড, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কোচ গাইডেন্স বোর্ডের ব্যবস্থা করা

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

এলসি গেটের পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস নির্মাণ

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কোচ গাইডেন্স বোর্ড ও ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেমের ব্যবস্থা

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিভিন্ন স্টেশনে জিএমইউ ও এসএমইউ-এর ক্যাটারিং-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে জিএমইউ ও এসএমইউ-এর ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন যা ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ বিজ্ঞাপিত আছে।

ক্র. স.	ক্যাটিগরি	ক্যাটালগ নং	অকশনের তারিখ	অকশন শুরুর সময়	অকশন বন্ধের তারিখ ও সময়
১	ক্যাটারিং	সিএটিজি-কেজিপি-২৩-০৭	১৯.০৭.২০২৩	বেলা ১২টা	১৯.৭.২০২৩ তারিখ বেলা ২.৩০ মিনিট
২		সিএটিজি-কেজিপি-২৩-০৮	২০.০৭.২০২৩	সকাল ১১টা	২০.৭.২০২৩ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিট

আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারগণকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ক্যাটারিং ইউনিটগুলির বিবরণ ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-391) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, ডিগবয়, লুমিয়াজান, সিমালুগুড়ি ও যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-ওওএইচ-১০, এসইকিউ নং. ৫৫/১, লট নং./ক্যাটাগরি: এডিভিটি-টিএসকে-ডিবিআরজি-ওএইচ-২১৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম), রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০১৬। নিলাম শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৮-০৭-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৮-০৭-২০২৩ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা। এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ০৭-০৭-২০২৩ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিসিএম (আইসি)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
St. Georges Gate Road, Kolkata-21
Telefax no. : 033-2248-6787

Abridged N. I.e T. NO. : HRBC/JPM(W)/SR/06/23-24

Online bids are invited by J.P.M(Works), HRBC for the following works **"Sl-1) Repairing of pot-holes and small depressions on up & down carriageway in Kolkata side interchanges (except VVIP route) of Vidyasagar Setu. Sl-2) Improvement of one concrete deck slab and pier of Chappel to Hastings down ramp inside MBL plant of HRBC. (NIeT No- HRBC/JPM(W)/SR/02/2nd Call/23-24)"** from bonafied and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Government rules. Starting date of submission of bid **12.07.2023 at 10:00 am**. Last date submission of bid (online) will be on **19.07.2023 at 11:00 am**. Other details may be seen from the website **http: //etender.wb.nic.in & www.hrbc.in.**

Sd/-
Joint Project Manager (Works)

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
89/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Creation with Three year maintenance for Avenue Plantation at Maidan Ground Different Location over 13 KM. during year 2023-24.	12.07.2023 (10.00 AM)	26.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
53/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Maintenance of Road Networking inside Baniban Park area Salt Lake.	12.07.2023 (10.00 AM)	26.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিস লি.

CIN: L20211WB1957PLC023493
রেজি অফিস ঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ নর্থ ব্লক, ৪ ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন ঃ + ০৩৩-২২৬৫২২৭৪
E-Mail: corp@duroply.com । **website:** www.duroply.in

বিজ্ঞপ্তি

এ. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে **৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (কোম্পানি) অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার, ১১ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১.০০ ঘটিকায়** (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) কোন একক স্থানে সদস্যরা শারিরীকভাবে উপস্থিত না থেকে, অনুসারী হিসাবে সমস্ত বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩, (আইন) এবং ধারা তার পরবর্তী, সঙ্গে পড়তে হবে সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০, নং. ১৭ / ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ০২/ ২০২২, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫মে,২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যৌথভাবে জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এরপর উল্লেখ হবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ (সংশোধনী) (তালিকাভুক্ত ধারা) সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ৭৯, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ এবং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ যৌথভাবে জারি করেছে সেবি (এরপর যৌথভাবে উল্লেখ হবে সেবি সার্কুলার হিসাবে), আলোচ্য বানিজ্যিক সূচি প্রদান করা রয়েছে ৬৬তম এজিএম নোটিসে।

বি. উল্লেখিত সার্কুলার সূত্রে, কোম্পানির ৬৬তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পাঠানো হবে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্ট / রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কাছে মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড। ইজিএমে যোগদান করার নির্দেশাবলী ভিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় যোগদান করার প্রক্রিয়া সঙ্গে নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করা হবে।

সি. যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে অথবা যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার নেই, তারা ভোটদান করতে পারবেন ই-ভোটিং ব্যবস্থায়, নিজেদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করার পর উল্লেখিত নথি পাঠিয়ে কোম্পানির কাছে-investors@duroply.com অথবা আরটিএ-র কাছে-mdpldc@yahoo.com।

১. স্বাক্ষরিত অনুরোধ চিঠির স্ক্যান কপি, উল্লেখ করতে হবে নাম, ফোলিও নাম্বার / ডিপি আইডি এবং গ্রাহক আইডি ও শেয়ার নাম্বার যা ধরে রাখা হয়েছে এবং বিস্তারিত পোস্টাল ঠিকানা।
২. স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি এবং
৩. স্বপ্রত্যয়িত যে কোন নথির স্ক্যান কপি (যেমন আধার কার্ড / ভোটার আইডি কার্ড / পাসপোর্ট/ ড্রাইভিং লাইসেন্স) সদস্যের পোস্টাল ঠিকানা উল্লেখ করে রেজিস্টারের কাছে শেয়ার হোল্ডারদের তরফে।

যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিম্যাট মোডে নিজেদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করান সরাসরি নিজেদের ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টের কাছে।

যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে এবং যাদের বৈধ ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / আরটিএর কাছে এক্ষেত্রে তাদের কোন পদক্ষেপ নিতে হবে না।

ডি. অনুসারী সেকশান ৯১ আইনের এবং ধারা ১০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ (সংশোধনী) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪২ তালিকাভুক্ত ধারা, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে **শনিবার ৫ আগস্ট, ২০২৩ থেকে শুক্রবার ১১ আগস্ট, ২০২৩** (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য।

ই. নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in থেকে এবং আরও পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে www.bseindia.com । নোটিস আরও পাওয়া যাবে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিস লি.-র পক্ষে
স্বা /-
(কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১১ জুলাই, ২০২৩

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.
CIN-L36934WB1977PLC031184
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL-743125
Phones: (033) 2581-2757/2038 Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com; Website: www.aucklandjute.com

NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **45th Annual General Meeting ("AGM") of Auckland International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 02nd day of August, 2023 at 10.30 A.M** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the Forty fifth AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) read with General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5th May 2020 and 28th December 2022, respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (referred as "e-AGM circulars"), without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be Auckland Jute Mills Compound, P O Jagatdal, 24 Parganas North, Jagatdal West Bengal-743125, the registered office of the Company.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23:

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 45th AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2022-23 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 08th July, 2023 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 45th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 45th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at http://www.aucklandjute.com/, website of the Stock Exchange i.e. https://www.cse-india.com/ and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from National Securities Depository Limited (NSDL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 45th AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 26th July, 2023, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 26th July, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Sunday, 30th July, 2023 at 10:00 A.M. and ends on Tuesday, 01st August 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond Tuesday, 01st August 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to refer to the 45th AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 26th July, 2023, he/she may obtain login id and password by sending a request over at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 45th AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User Id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Manner of registering/updating E-mail ID:

Members holding shares in physical form, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, may register their email address by sending a scan copy of a signed request letter mentioning name, folio number, complete address, scanned copy of self-attested PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) in support of the address of the Members registered with the Company, by sending an email at ail@aucklandjute.com and/or nichetechpl@nichetechpl.com. Members holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participant/s.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 27th July, 2023 to Wednesday, 02nd August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

By Order of the Board
For AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
Sd/-
S. Ghose
(Company Secretary)

Date : 11.07.2023
Place: Kolkata

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ব্যবহার ধনে পাতার!

খাবারের স্বাদ বাড়াতে ধনে পাতার জুড়ি মেলা ভার। মাছ, মাংস, সবজির তরকারির মতো রোজকার খাবার থেকে শুরু করে চপ, ঝালমুড়ি, আলু কাবলি, ফুচকার মতো মুখরোচক খাবার, সর্বত্রই ধনে পাতার অবাধ যাতায়াত। তাই সারা বছরই এই পাতার আকাশছোঁয়া চাহিদা! কিন্তু ধনে পাতার কাজ কি শুধুই খাবারের স্বাদ বাড়ানো? মোটেই না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাদের পাশাপাশি ত্বকেরও খেয়াল রাখে ধনেপাতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর ধনে পাতা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কাজে আসে। ত্বকের জেল্লাও বাড়ায়। জেনে নিন কী ভাবে ব্যবহার করবেন। **ধনে পাতার ফেস মাস্ক-** ধনে পাতার ফেস মাস্ক তৈরি করে ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মিত এই ফেস মাস্ক লাগালে দাগছোপ হালকা হবে, ত্বকের জেল্লাও ফিরবে। এক মুঠো তাজা ধনে পাতা পেস্ট করে নিন। এক টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে ধনে পাতার পেস্ট মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। **ধনে পাতার টোনার-** ত্বকের যত্নে ধনে পাতার টোনারও ব্যবহার করতে পারেন। এই টোনার ত্বকের পিএইচ লেভেলের ভারসাম্য বজায় রাখে, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। এক মুঠো ধনে পাতা জলে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন। জলটা ঠান্ডা করে ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে ভরে ফেলুন। ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার পর এই টোনার ব্যবহার করুন। **ধনে পাতার তেল-** ধনে মিশ্রিত তেল ত্বক ও চুলের পরিচর্যায় খুব উপকারী। ত্বকে পুষ্টি জোগায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ত্বকের জেল্লা ফেরায় ধনে পাতার এই তেল। এক কাপ নারকেল বা আমন্ড অয়েলের সঙ্গে এক মুঠো ধনে পাতা ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। তেলটা ঠান্ডা করে ছেঁকে নিয়ে বোতলে ভরে রাখুন। ত্বকে ম্যাসাজ করুন ধনে পাতার এই তেল। ফল মিলবে হাতেনাতে!

স্ট্রবেরি ও ব্রাউন সুগার স্ক্রাবেই ফিরবে জেল্লা!

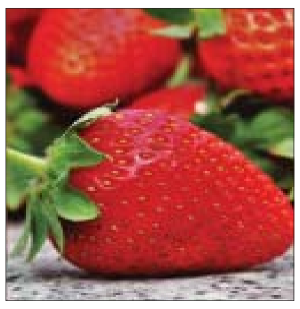

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক পাওয়ার জন্য অনেকেই ভরসা রাখেন বাজার চলতি কিছু প্রসাধনীর উপর। কিন্তু নামীদামি প্রোডাক্টের পিছনে পয়সা নষ্ট করে যখন কোনও লাভ হয় না, তখন সেই ঘরোয়া উপাদানের সাহায্যই নিতে হয়। ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে তুলতে কাজে লাগান স্ট্রবেরি এবং ব্রাউন সুগার। এই দু'টি উপাদান দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন ফেস স্ক্রাব। সেই ফেস স্ক্রাবেই ত্বক টানটান হবে, ব্রণ দূর হবে এবং কালো দাগছোপও হালকা হয়ে যেতে পারে। ত্বকের মৃত কোষ, বলিরেখা দূর করতেও কার্যকর এই ফেস স্ক্রাব। কী করে বানাবেন স্ট্রবেরি এবং ব্রাউন সুগারের ফেস স্ক্রাব, জেনে রাখুন প্রণালী। **স্ট্রবেরির উপকারিতা-** স্ট্রবেরি ভিটামিন সি-তে পরিপূর্ণ। ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে। যার ফলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে, বার্ধক্যের ছাপ ও বলিরেখা কমে। স্ট্রবেরি ত্বকে ব্রণ হওয়া আটকায়, দাগছোপ দূর করে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে। ত্বকের তারুণ্যতা বজায় রাখে এই ফল। **ব্রাউন সুগারের উপকারিতা-** ব্রাউন সুগার চমৎকার প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েন্ট। ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে এই বাদামী রঙের চিনি। মৃত কোষ এবং ময়লা অপসারণ করে ত্বকের জেল্লা বাড়ায়। ব্রণ, ব্ল্যাকহেডসের সমস্যায়ও কাজে দেয় ব্রাউন সুগার। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট রয়েছে। যা ত্বকে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে দেয় না। শুষ্ক চামড়ার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ব্রাউন সুগারে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড রয়েছে, যা ত্বকের পোড়া ভাব কিংবা অন্য কোনও দাগ দূর করে। ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা আরও বাড়ে। **স্ট্রবেরি এবং ব্রাউন সুগার ফেস স্ক্রাব-** ৪ টে পাকা স্ট্রবেরি ভালো করে জলে ধুয়ে নিন। বৃন্তটা ছিঁড়ে নেবেন। এবার মিক্সিতে স্ট্রবেরির মিহি পেস্ট তৈরি করুন। একটি পাত্রে স্ট্রবেরি পেস্ট, ২ টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার এবং ১২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো একসঙ্গে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। প্রথমে মুখ ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নেবেন। চোখের চারপাশ ছেড়ে পুরো মুখ ও গলায় স্ট্রেবেরির স্ক্রাব লাগিয়ে মিনিট দুয়েক ম্যাসাজ করুন। আরও পাঁচ মিনিট মুখে স্ক্রাবটি রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। মুখ মোছার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নেবেন।

বৃষ্টির সময় চুল যেভাবে ভালো রাখবেন

এ সময়ে অনেকের চুল বেশি পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। বর্ষায় চুলের যত্নটা একটু অন্য রকম। তবে জানা থাকলে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে অনায়াসে ঘরেই নেওয়া যায় এই যত্ন। শ্রাবণ আসন্ন। বাদলদিনেও সঙ্গী চিটচিটে ঘাম। স্যাঁতসেঁতে দিনগুলোতে চুলেও একটু ভেজা ভাব। বৃষ্টিধারায় দৃষ্টি রেখে কাটানো সুন্দর কোনো মুহূর্তেই হয়তো আবিষ্কার করলেন চুলে খুশকি। হুটহাট বৃষ্টিতে চুল ভিজছে একাধিকবার। ঘামেও ভেজা থাকছে চুলের গোড়া। ভেজা চুলে হতে পারে ছত্রাকের সংক্রমণ। এ সময়ে অনেকের চুল বেশি পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। বর্ষায় চুলের যত্নটা একটু অন্য রকম। তবে জানা থাকলে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে অনায়াসে ঘরেই নেওয়া যায় এই যত্ন। বর্ষায় সব ধরনের চুলের যত্নের নানা দিক নিয়ে কথা বললেন এক আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ। **চুল বা গোড়া ভিজে গেলে-** বৃষ্টি ও ঘামে চুল বা চুলের গোড়া ভিজে গেলে চুলের গোড়া মুছে ফ্যানের নিচে বসুন চুল ছড়িয়ে। তড়িঘড়ি চুল শুকাতে গিয়ে আবার হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করবেন না। এতে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাইরে যাওয়ার সময় ব্যাগে রাখুন ছোট একটি শুকনা তোয়ালে, যা দ্রুত জল শোষণ করতে সক্ষম। আরও রাখুন মোটা দাঁতের চিরুনি। অফিসে বা অন্য কোথাও যাওয়ার সময় বৃষ্টি বা ঘামে চুল বা চুলের গোড়া ভিজে গেলে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে এই তোয়ালে দিয়ে চুলের গোড়া মুছে ফেলুন। এরপর মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিন। **ঘরে বানানো তেল-** আধা লিটার নারকেল তেল নিন। সঙ্গে চাই অ্যালোভেরা, ছোট টুকরা করে নিন আধা কাপ পরিমাণ। আরও নিন ২ টেবিল চামচ কারিপাতা, ১ টেবিল চামচ মেথি, ১ চাচামচ কালোজিরা ও ৬টি লবঙ্গ। সব একসঙ্গে একটি পাত্রে নিয়ে মৃদু আঁচে জ্বাল দিন আধা ঘণ্টা। ঠান্ডা হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। এরপর ছেঁকে নিন। সাধারণ তেলের বদলে এই তেল মাথায় লাগাতে পারেন। সারা রাত লাগিয়ে রাখলেও ক্ষতি নেই। চুল সুস্থ থাকবে। কাঁচের বয়াম বা বোতলে মাসখানেক সংরক্ষণ করতে পারেন এই তেল। **যে তেলে বাড়ে চুল-** এ সময়ে চুল পড়া কমাতে এবং চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন এই তেল। একটি পাত্রে ১ কাপ নারকেল তেল, ২ টেবিল চামচ জলপাই তেল, ২ টেবিল চামচ কালিজিরা, ২ টেবিল চামচ মেথি, ২টি তেজপাতা ও ১টি ছোট পেঁয়াজ একসঙ্গে নিন। মৃদু আঁচে জ্বাল দিন আধা ঘণ্টা। ঠান্ডা হওয়ার পর ছেঁকে ব্যবহার করুন। এই অনুপাতেই একটু বেশি পরিমাণে তৈরি করে এটিও কাচের বয়াম বা বোতলে মাসখানেকের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। **চুলের দুটি সহজ প্যাক-** বর্ষায় অনেকের চুলের কোমল ভাব চলে যায়। প্রাণবন্ততা কমে যায়। এসব সমস্যার সহজ সমাধান এনে দেবে নিচের দুটি প্যাক। ১. রুক্ষ চুলের জন্য ১ কাপ টক দই, আধা কাপ অ্যালোভেরা, ১ চা- চামচ মেথিগুঁড়া, ১ চা- চামচ আমলকীগুঁড়া ও ১টি ডিম দিয়ে প্যাক তৈরি করুন। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করলেই তৈরি হয়ে যাবে প্যাক। প্যাকটি চুলে লাগিয়ে রাখুন আধা ঘণ্টা। চুল কোমল হবে। খুশকির সমস্যা থাকলে এই প্যাক লাগানোর আগে আধা চা- চামচ লেবুর রস যোগ করে নিন। ২. সব ধরনের চুলের জন্য অন্য আরেকটি প্যাক তৈরি করা যায়। এর জন্য চাই ত্রিফলা, অর্থাৎ আমলকী, হরীতকী আর বহেরাগুঁড়ার মিশ্রণ। এই মিশ্রণ নিন ১ চা- চামচ। মেথিগুঁড়াও নিন ১ চাচামচ। সঙ্গে আরও চাই আধা কাপ টক দই, ১টি ডিম ও ১ টি ছোট পেঁয়াজ। সব উপকরণ ব্লেন্ড করলেই হয়ে গেল প্যাক। চুলে লাগিয়ে রাখুন আধা ঘণ্টা। অতিরিক্ত খুশকির সমস্যা থাকলে ব্লেন্ড করার আগে যোগ করে নিন আদাবাটা, লেবুর রস ও নারকেল তেল, প্রতিটিই ১ চা- চামচ করে। মজবুত, ঘন চুলের জন্য বিশেষ যত্ন- ৪ কাপ জল ও ৪ টেবিল চামচ তিসিবীজ মৃদু আঁচে জ্বাল দিন ১০ মিনিট। ঠান্ডা হয়ে গেলে ছেঁকে নিন। এরপর যোগ করুন ১ চা- চামচ জলপাই তেল ও ২টি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস। মাথায় লাগানোর আধা ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। খুশকি থাকলে এটি ব্যবহারের আগে এর সঙ্গে আধা চা- চামচ লেবুর রস যোগ করে নিন। সুস্থ জীবনধারা- ১। জল খেতে হবে পর্যাপ্ত। ২। দুধ, ডিম ও আমিষজাতীয় অন্যান্য খাবার রাখুন খাদ্যতালিকায়। মাছ-মাংস বা প্রাণিজ উৎস বর্জন করলেও অবশ্যই বিকল্প আমিষ গ্রহণ করুন। ৩। শাকসবজিও খেতে হবে রোজ। ৪। মোটা দাঁতের চিরুনি বেছে নিন। মাথার ত্বকে রক্তসঞ্চালন ভালো হবে। চুলও কম পড়বে। ৫। রাতে অবশ্যই চুল বেঁধে ঘুমাবেন।

পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পেলেন অশোক মহেশ্বরী

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ শ্রী অশোক মহেশ্বরী সম্প্রতি অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পূর্ব রেলের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শ্রী মহেশ্বরী পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (পিসিএসটিই)। অশোক মহেশ্বরী ১৯৮৮ ব্যাচের একজন আইআরএসএসই (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স) অফিসার এবং ১৯৯০ সালে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন যেমন প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার পূর্ব রেল, ডিভিশনাল রেলের ম্যানেজার সমস্তিপুর, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, গ্রুপ জিএমডিএফ সিসিআইএল, নিউ দিল্লি, চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) সেন্ট্রাল রেলওয়ে, মুম্বাই, প্রধান সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ) এবং জিএম উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের সচিব, জয়পুর। শ্রী মহেশ্বরী মালভিয়া রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জয়পুর (বর্তমানে এমএনআইটি জয়পুর) থেকে ইলেকট্রনিক ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হয়েছেন। তিনি বিদেশে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যেমন জাপানে হাই স্পিড রেলওয়েতে জাইকা প্রশিক্ষণ। তিনি এসডিএ, বোকোনি বিজনেস স্কুল, মিলান, ইতালিতে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন।

নেপালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৬ জনের, কাঠমান্ডু আসার পথে ঘটে দুর্ঘটনা

কাঠমান্ডু, ১১ জুলাই ঃ নেপালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কাঠমান্ডুগামী একটি হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে মোট ৬ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ক্যাপ্টেন চেত বাহাদুর গুরুংও। সকলের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সোলুখুম্বু জেলার লিখুপিকে গ্রামীণ পৌরসভার লামজুরায় ভেঙে পড়া মানাং এয়ার হেলিকপ্টারটিতে থাকা ৬ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। মানাং এয়ারের অপারেশন ও সেফটি ম্যানেজার রাজু নিউপানে জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেন চেত বাহাদুর গুরুং-সহ ৬ জন ছিলেন ওই হেলিকপ্টারে। পাঁচজনই মেক্সিকান নাগরিক। জেলা পুলিশ প্রধান উপ-পুলিশ সুপার দীপক শ্রেষ্ঠা জানান, পুলিশ নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে। ইনফরমেশন অফিসার জ্ঞানেন্দ্র ভুল বলেছেন, হেলিকপ্টারটি সোলুখুম্বু থেকে কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল, মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৯এনএমভি কল সাইন-সহ হেলিকপ্টারটি সকাল ১০.১২ মিনিট নাগাদ রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ইনফরমেশন অফিসার জ্ঞানেন্দ্র ভূল জানান, হেলিকপ্টারটি সকাল ৯.৪৫ মিনিটে সোলুখুম্বুর সুরকি থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।

ভারতে ১৫ বছরে দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে ৪১.৫ কোটি ঃ রাষ্ট্রসংঘ

জেনেভা, ১১ জুলাই ঃ সাফল্যের খতিয়ান উল্লেখ করে ভারতেরভূয়সী প্রশংসা করল রাষ্ট্রসংঘ। মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন ৪১.৫ কোটি ভারতীয়। ২০০৬ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়র আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ্য করে আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য এই দারিদ্র দূরীকরণ। রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যৌথভাবে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ। সেই রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৫ বছরের মধ্যে দেশের দরিদ্র নাগরিকদের অর্ধেককেই দারিদ্রসীমা থেকে বের করে আনা গিয়েছে। দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক পরিকল্পনার ফল মিলেছে বলেই মত রিপোর্টে। এই প্রকল্পগুলিতে ভর করে আগামী দিনেও ভারতের দারিদ্র কমবে বলেই আশাবাদী রাষ্ট্রসংঘ। ২০০৫-২০০৬ সাল থেকে ২০১৯-২০২১ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৫৫.১ শতাংশ থেকে দারিদ্রের হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৪ শতাংশ। সাড়ে ৪১ কোটি মানুষ এই ১৫ বছরের মধ্যে দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছেন। ২০০৫ সালে দেশের ৬৪ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে ছিলেন। ১৫ বছর পরে ভারতে দরিদ্র জনতার সংখ্যা ২৩ কোটি।

চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এ পিয়ার নং-৩১৮ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় সমস্ত মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এই প্রকল্পগুলির দীর্ঘ মুলতুবি কাজগুলি গতি পেয়েছে এবং ভারত সরকার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তির জন্য যথেষ্ট তহবিল সরবরাহ করেছে যেখানে জমি উপলব্ধ করা হয়েছে। রাজারহাট হয়ে কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দরের জন্য বাইপাসে চিংড়িঘাটা ক্রসিং (কলকাতার ব্যস্ততম ক্রসিংগুলির মধ্যে একটি) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পিয়ার নং-৩১৮-এর নির্মাণ কাজ এখন লক্ষ্যমাত্রার আগে শেষ হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সহাযতায়, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ১৭.০৫.২০২৩ থেকে একটি ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হয়েছিল। এই অনুমতি দেওয়ার আগে, ট্রাফিক বিভাগ এই ক্রসিংয়ে ট্রাফিক নিয়মের কঠোর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। একবার ট্র্যাফিক ব্লক মঞ্জুর হয়ে গেলে, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড এই প্রকল্পের নির্বাহক সংস্থা, এই কাজটি দ্রুততম সময়ে শেষ করার জন্য পদক্ষেপ নেয়। এর জন্য, এলাকাটি কর্ডন করার জন্য ব্যারিকেড বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি ঘটনাস্থলে আনা হয়েছিল। ১৮.০৫.২০২৩ থেকে ২৯.০৫.২০২৩ পর্যন্ত ১২টি পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে পাইল ক্যাপ ঢালাই কাজও সম্পন্ন হয়েছে। এরপর ১৮.০৬.২০২৩ থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয় এবং এই কাজের অংশ হিসাবে ১৯.০৬.২০২৩ থেকে ২২.০৬.২০২৩ পর্যন্ত স্টার্টার ঢালাই ও বালু ভরাটের কাজ করা হয়। ফলস্বরূপ, ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে ৩.৫-মিটার প্রস্থের গড়িয়াগামী রাস্তাটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং সেই দিনই এই ব্যস্ত সময়ে নতুন পুনরুদ্ধার করা রাস্তায় যানবাহনের অবাধ চলাচলের জন্য রাস্তা অবরোধ ৩- মিটার ভিতরে স্থানান্তরিত করা হযে। ক্রসিং শুধু তাই নয়, বিমানবন্দরগামী সড়কটিও ৩ মিটার প্রস্থে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং ওই স্থানের রাস্তা অবরোধও প্রত্যাহার করে ২.৫ মিটার ভিতরে করা হয়েছে। বর্তমানে, আরভিএনএল বাকি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এই সাইটে ১০ মিটার প্রশস্ত প্রসারিত অবরোধ করেছে। বর্তমান গতিতে, নির্বাহক সংস্থা আশাবাদী যে এই সাইটের সমস্ত অবশিষ্ট কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল সব মেট্রো প্রকল্পের অগ্রগতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এর ৩১৮ নম্বর পিয়ারের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি এই সাইটে সমস্ত মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য আরভিএনএল আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ এই চলমান মেট্রো কাজের জন্য অন্তত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেল কলকাতা, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের বিশেষ করে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চিংড়িঘাটার মতো ব্যস্ততম ক্রসিং পয়েন্ট এই নির্মাণ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত ধরণের সহায়তা দেওয়ার জন্য।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারত উদ্যোগী হলে স্বাগত জানাবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই ঃ ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে ভারত যদি উদ্যোগী হয়, তাহলে সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে আমেরিকা। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানিয়েছেন, ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে আসলে কৌশলগত ভুল করে ফেলেছে রাশিয়া। এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, ভারত বা অন্য যেকোনও দেশের সাহায্যকেই স্বাগত জানাবে আমেরিকা। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে সম্মান জানিয়েই শান্তি ফেরাতে হবে। এই কাজে সকলের অবদানই গ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর প্রস্তাব দিয়ে এসেছে ভারত। যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়া ও ইউক্রেন দুই দেশের প্রধানের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বছর সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলন চলাকালীন ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানেও রুশ প্রেসিডেন্টকে সাফ বার্তা দিয়ে মোদী বলেন, যুদ্ধ করার জন্য এই সময়টা একেবারেই আদর্শ নয়। তারপরেও নানা ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ বন্ধের ডাক দিয়েছে ভারত। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্রকে প্রশ্ন করা হয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে নরেন্দ্র মোদী বা ভারতের কি কোনও ভূমিকা থাকতে পারে? উত্তরে মিলার বলেন, ভারত বা অন্য যেকোনও দেশের সাহায্যকেই স্বাগত জানাবে আমেরিকা। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে সম্মান জানিয়েই শান্তি ফেরাতে হবে। এই কাজে সকলের অবদানই গ্রহণযোগ্য। আমেরিকার তরফে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নানা দেশ যেভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে এই প্রথম নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে আগেও ভারতের সাহায্য চেয়েছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কির্বির কাছে জানতে চাওয়া হয়, পুতিনকে যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করেছেন মোদী। কিন্তু সেই অনুরোধ করতে কি অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে? তবে হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি বলেন, আমি মনে করি এখনও সময় আছে পুতিনকে যুদ্ধ থেকে বিরত করার। প্রধানমন্ত্রী মোদী ওঁকে বোঝাতেই পারেন। মোদী কথা বলতে বা অন্য যে কোনও ধরনের প্রয়াস করতে চাইলে আমরা তা করতে দেব।

এনকাউন্টারে মৃত কুখ্যাত অপরাধী হিবজুর

আসাম, ১১ জুলাই ঃ আসামরাজ্যের কাছাড়জেলায় ফের এনকাউন্টার পুলিশের। গত ১১ মে শিলচর কেন্দ্রীয় কারগার থেকে পলায়ন করা কুখ্যাত অপরাধী হিবজুর রহমানকে এনকাউন্টারে মারল আসাম পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার (১০ জুলাই) রাতে আসাম-মেঘালয় সীমান্ত এলাকা থেকে তাকে ধরতে যায় পুলিশ। সূত্র মতে জানা যায়, হিবজুরকে পুলিশ যখন ধরতে যায় তখন সে পাল্টা আক্রমণ করে পুলিশের উপর। তখন পুলিশ তাকে ধরতে গেলে গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয় কুখ্যাত অপরাধী হিবজুর রহমান। এছাড়া ও এই ঘটনায় আরও দুই পুলিশ কর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। পুলিশ হিবজুর রহমান সহ আহত দুই পুলিশ কর্মীকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং চিকিৎসারত অবস্থায় তোফায়েল হত্যাকারী হিবজুর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এছাড়াও দুই পুলিশ কর্মী চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা যায়।

তামিলনাড়ুর উটিতে আয়োজিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ৩ দিনের প্রান্ত প্রচারক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুতে শুরু হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তিনদিনের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক। আগামী ১৩ থেকে ১৫ জুলাই তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার উটিতে আয়জিত হচ্ছে আরএসএস-এর সর্বভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক। সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর মঙ্গলবার বলেন, এই বার্ষিক সভাটি প্রতি বছর মূলত সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সহ সকল সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণ গোপাল, ড. মনমোহন বৈদ্য, সি আর মুকুন্দ, অরুণ কুমার এবং রামদত্ত এই বৈঠকে প্রমুখ হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁর মতে, প্রান্ত প্রচারক এবং সহ- প্রান্ত প্রচারক এবং ক্ষেত্র প্রচারক এবং সহ-ক্ষেত্র প্রচারকদের সাথে বৈঠকে সমস্ত কর্ম বিভাগের সর্বভারতীয় কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে সঙ্ঘের অনুপ্রাণিত বিভিন্ন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সাংগঠনিক মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। সুনীল আম্বেকর বলেন যে বৈঠকে প্রধানত এই বছর অনুষ্ঠিত সংঘ শিক্ষা বর্গগুলির বৃত্ত এবং পর্যালোচনা, সংঘ শতবর্ষী কর্ম পরিকল্পনায় এই পর্যন্ত যে অগ্রগতি হযেছে, শাখা স্তরের সামাজিক কাজের বিবরণ এবং পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বৈঠকে আগামী চার-পাঁচ মাসের কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হবে।

পানীয় জলের সঙ্কট শিমলায়, এগিয়ে এসেছে জল প্রবন্ধন নিগম

শিমলা, ১১ জুলাই ঃ জলের কোনও অভাব নেই, চারিদিকে শুধু জল আর জল, কিন্তু সেই জল বৃষ্টির। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির পর এবার পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায়। মঙ্গলবার শিমলার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে শিমলা জল প্রবন্ধন নিগম। ছোট ট্যাঙ্কারের সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পানীয় জল। পানীয় জলের কেন সঙ্কট দেখা দিয়েছে, এ প্রসঙ্গে শিমলা পৌর নিগমের মেয়র সুরেন্দর চৌহান বলেছেন, বিপর্যয়ের কারণে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হযেছে। জলের প্রকল্প হোক, অথবা রাস্তা হোক কিংবা জলাধার...শিমলায় আমরা ব্যক্তিগত ট্যাঙ্কার ভাড়া করেছি এবং নগর নিগমের ট্যাঙ্কারগুলিও জল সরবরাহ করছে। ট্যাঙ্কার ব্যবহার করে আমরা যতটা সম্ভব জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। মেয়র আরও বলেছেন, শিমলার তুলনামূলক সরু রাস্তা যেখানে সেখানে আমরা জলের ছোট ট্যাঙ্কার পাঠাচ্ছি।

ইডি-তে সঞ্জয়ের মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ বলল সুপ্রিম কোর্ট, তবে ৩১ জুলাই অবধি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। যদিও, শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চলতি বছরের ৩১ জুলাই অবধি শীর্ষ পদে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। তাঁর বাহিনীর দাপটে বিরোধী শিবির এখন তটস্থ। ইডি-র অধিকর্তা পদে সম্প্রতি মিশ্রের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়। এই মেয়াদ বৃদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে মামলা হয়। সেই মামলায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধি অবৈধ। তবে, চলতি বছরের ৩১ জুলাই অবধি শীর্ষ পদে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, শীর্ষ আদালতের এই রায়ে স্বস্তি পেল বিরোধী শিবির।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্য লোডিংয়ের প্রদর্শনে স্থির অগ্রগতি বহাল

মালিগাঁও, ১১ জুলাই ঃ পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির পর্যায় বজায় রাখার সাথে ২০২৩-এর জুন মাসে ০.৭৩৫ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে এবং যার ফলে বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪-এর জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২.৫৭৯ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং হয়েছে। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩-এর জুন মাসে খাদ্য শস্যের লোডিং বৃদ্ধি হয়ে ৭.৭ শতাংশ হয়েছিল এবং অন্যান্য কিছু পণ্য সামগ্রী লোডিংয়ের ক্ষেত্রেও ভালো লাভের সাথে বৃদ্ধি ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট মাসে কাঠ লোডিংয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে ১০০ শতাংশ এবং ব্যালাস্ট লোডিংয়ে ৭৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর লোডিং বেড়ে হয়েছে ২০.০ শতাংশ। একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সবগুলি ডিভিশন পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব উপন্ন হয়েছে। পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বৃদ্ধিকেই সূচিত করে।

Name Change

I Jalal Mallick, S/o- Iyap Ali Mallick. Vill- Paschim Bainan, Po- Bainan, PS- Bagnan, Dist- Howrah 711303. Do hereby Declear that by an affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate)1st Class) at alipur on 11/07/2023 that Jalal Mallick, S/o-Iyap Ali Mallick . and Jalal Mollick, S/o- Yead Mollick is the same one identical person.

Name Change

I, NISHIKA BANERJEE (old name) W/O SOUVIK BANERJEE Presently residing at Bargachhia, Nalikul, Hooghly Rural- 712407 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NISHIKA ROY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 11/07/2023. NISHIKA BANERJEE and NISHIKA ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, JAMILA TAHER TAMBAWALA (old name) S/O SHAKIR CALCUTTAWALA Presently residing at Home 57, BL-B, 5 th FR, 57B, G.J Khan Road, Flat No 54, Tiljala, Kolkata, Pin-700039, PS-Tiljala West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAMILA TAMBAWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/07/2023. JAMILA TAHER TAMBAWALA and JAMILA TAMBAWALA both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Shyamali Tudu, D/o Bhasen Tudu, W/o Sushil Tudu, that Saraswati Tudu is my daughter who was born on 18.03.2018 in Block Primary Health Centre, at Barsul. That in my daughter's birth certificate her title has been written as Khatun of Tudu, and my husband's name has been written as Piyar Ali Ansari in place of Sushil Tudu, being birth Regd, No. B-2018: 19-02041-000147 dt. 25.04.2018 at Block Primary Health Centre Barsul. As per Affidavit Executive Magistrate, Purba Bardhaman dated 05/07/2023 that my daughter Saraswati Tudu and Saraswati Khatun is the same person. That my husband Sushil Tudu and Piyar Ali Ansari is the same person.

Name Change

I, Debasish Chanda (old name) S/O Late Arun Kumar Chanda Presently residing at Tower -6, Flat -5/4, Ruchira Residency, 369 Purbachal Kalitala Main Road, Kolkata - 700078 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debasis Chanda, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/07/2023. Debasish Chanda and Debasis Chanda both are same and one identical person.

Name Change

I, RAHUL BOTHRA (old name) S/O SUSHIL KUMAR BOTHRA Presently residing at 5B, Woodburn Park Road, Flat No- 5F, 5 th Floor, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAHUL KUMAR BOTHRA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/07/2023. RAHUL BOTHRA and RAHUL KUMAR BOTHRA both are same and one identical person.

Name Change

I MOSHARAF HOSSAIN S/O SAKAYET HOSSAIN R/O UTTAR NOAPARA, HALDINAWAPARA,PURBA BARDHAMAN - 713513,WEST BENGAL THAT MY DAUGHTER MEHERUNNESSA KHATUN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOHA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2023.SOHA KHATUN AND MEHERUNNESSA KHATUN ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DALI MANNA W/O TAPAS MANNA R/O RAMPURCHAK,PO-SHYAMCHAK,PS-DEBRA, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOLLY PRADHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2023.DOLLY PRADHAN AND DALI MANNA ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Separate sealed tenders are hereby invited by the undersigned for **NIT No-2 of 2023-24** of SLWSSD, Dept. of UD & MA, for four nos. work at Baisakhi Abasan, Banabitan and different NR vacant plots of Salt Lake. Last date of application-**19.07.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in Website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/-
Sub Divisional Officer
Salt Lake Water Supply
Sub-Division

গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থীকে ৬০০ ভোটে জয়ী করিয়ে দলের খুঁটি শক্ত রাখলেন সাবিনা ইয়াসমিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জুলাই ঃ নিজের বাড়ির এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থীকে ৬০০ ভোটে জয়ী করিয়ে দলের খুঁটি শক্ত রাখলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী । তিনি বলেন, যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে আমার বাড়ির এলাকাতেই নাকি তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আমার বাড়ি কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩২ নম্বর বুথে। সেই ২৩২ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী মুসকান আকতারি ৬০০ ভোটে জয়ী হয়েছেন। আর যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে সেটা ২৮ নম্বর আসন, কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েত নয়াবস্তি এলাকা। সেখানে আমার বাড়ি নয়। সেটা অবশ্য আমার মোথাবাড়ি বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই বিধানসভা কেন্দ্রের আমি তৃণমূল দলের বিধায়ক। নির্বাচনের জন্য মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আমাকে ওই এলাকার ভোটার হয়েছিলাম। কিন্তু আমি বাড়ি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। পাশাপাশি কালিয়াচক ১ এবং কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিপুল সংখ্যায় আসন পেয়ে পঞ্চায়েত গঠন করতে চলেছে তৃণমূল। উল্লেখ্য , মঙ্গলবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা শুরু হতেই একের পর এক ব্যালোট বাক্স থেকে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়জয়কার হতে শুরু করে। মালদা জেলায় ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই দখলের পথে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল। রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের যেখানে বাড়ি, সেই সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৩২ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী মুসকান আখতারী ৬০০ ভোটে জয়ী হয়েছেন । এই এলাকাটি কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এখানে মোট ৩০ টি আসন রয়েছে । দ্বিতীয় দফার গণনা শেষ হতেই এখানে কুড়িটি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ফলে কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করতে চলেছে। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরও বলেন, কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে ২৮ নম্বর আসনে ৪৬ টি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২২টি। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮ নম্বর আসনটি না পেলেও তৃণমূল ইতিমধ্যে ২২ টি আসনের মধ্যে ১৬ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। ফলে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দখল করতে চলেছে। সুতরাং এবারে মালদা জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফল খুবই ভালো হতে চলেছে। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নবজোয়ার কর্মসূচির দারুন প্রভাব পড়েছে গ্রামবাংলায়। যার ফলে মানুষ দুইহাত তুলে তৃণমূলকে জয়ী করেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল দেখে আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী যে মালদার ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৪৩ টি জেলা পরিষদের আসন দখল করবে তৃণমূল। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

শেষ পর্যন্ত নিজের আলোতেই জিতলেন বিজেপির দাপুটে নেতা, 'বিতর্কিত' দুধকুমার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ জুলাই ঃ ব্যবধান যাইহোক, শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েতে ভোটে জিতে খবর হলেন বিজেপির একদা দাপুটে নেতা দুধকুমার। বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে গ্রাম পঞ্চায়েতে লড়ে জয়ী হলেন দুধকুমার। এর আগে চার বার গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং এক বার পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারও জিতে পরপর ছয়বার জিতলেন দুধকুমার। কোনওরকম দেওয়াল লিখন না পোস্টার ব্যানার লিখে নয়, শুধুমাত্র মৌখিক প্রচারের মাধ্যমেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। জয়ের পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছসিত বিজেপির এই নেতা। একটা সময় বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কার্যত 'চোখে চোখ রেখে' কথা বলতেন দুধকুমার মণ্ডল। দীর্ঘদিন ধরেই জেলায় বিজেপির অন্যতম মুখ তিনি। এর আগেও নেমেছেন নির্বাচনী লড়াইতে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৪ বার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন দুধকুমার। এর মধ্যে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন দুধকুমার। আর ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ছিলেন জেলা পরিষদে। এছাড়া বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের লড়াইতেও নামেন বিজেপির এই নেতা। ২০১১ সালে ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ২০১৬ সালে রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়েন তিনি। যদিও জয়ী হতে পারেননি। এরপর ২০১৯ সালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকেও ভোটে লড়েন তিনি। যদিও শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে ৮৫,০০০ ভোটে পরাজিত হন দুধকুমার। নির্বাচনী লড়াইয়ের পাশাপাশি জেলায় দলের সংগঠনের দায়িত্বেও ছিলেন দুধকুমার মণ্ডল। একসময় জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। জেলা সভাপতি থাকাকালীন তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন দুধকুমার। ২০২২ সালে তাঁকে শোকজ করেন বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে কোনওরকম রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেও নিষেধ করা হয়।এই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন দুধকুমার। একটা সময় শোনা গিয়েছিল দল প্রতীক না দিলে নির্দল প্রার্থী হিসেবেও ভোটে লড়তে পারেন তিনি। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁকে টিকিট দেয় বিজেপি। তার প্রেক্ষিতে নির্বাচনী লড়াইতে নামেন দুধকুমার। তবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, এবারের নির্বাচনে কোনওরকম দেওয়াল লিখন, বা ব্যানার পোস্টারের সাহায্য নেননি তিনি। গোটা প্রচারটাই চলেছে মৌখিকভাবে। আর তাতেই এসেছে সাফল্য। ব্যালট বাক্স খোলার পর গণনা শেষে দেখা যায়, কম ব্যবধানে (২০০, মতান্তরে ১৪৫) জয় পেয়েছেন দুধকুমার মণ্ডল। তাতেই খুশির হাওয়া জেলা বিজেপির অন্দরের একাংশে। অন্যদিকে কীর্ণাহার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে জয়ী বিজেপির বোলপুর জেলার সাংগঠনিক সভাপতি সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল। ৯০ টি ভোটে জয়ী তিনি। নানুর ব্লকের ১৪৮ নম্বর বুথ থেকে দাঁড়িয়েছিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার দিন তাঁর গাড়ি আটকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে তাঁকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল।

মমতার মামারবাড়ির পাড়ায় জিতল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ জুলাই ঃ তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রায় বীরভূমে এসেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখানে কুশুম্বা গ্রামে এসে দাদুর সঙ্গে দেখা করেন। প্রায় ১০ বছর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা অনিল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। সাক্ষা হয় নাতি-দাদুর। এই গ্রামে মামারবাড়িতেই মুখ্যমন্ত্রী বড়ো হয়েছেন। মামা নিহার মুখোপাধ্যায় ও মামী পম্পা মুখোপাধ্যায় রয়েছেন গ্রামের এই বাড়িতে। তবে তৃণমূল নেত্রীর মামা অনিল মুখোপাধ্যায় অসুস্থ। বীরভূম সফরে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দাদুকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা জানিয়েছিলেন। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের কুশুম্বা গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিনটি আসনের মধ্যে দু'টিতে জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা । এখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামারবাড়ি । এখানে তিনটির মধ্যে দু'টি আসনে জয়লাভ করলেন বিজেপির দুই প্রার্থীরা । উল্লেখ্য, জেলার দাপুটে তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবারের পঞ্চায়েত ভোটে নেই । তিনি ও তাঁর কন্যা এখন তিহাড় জেলে বন্দি । দলের নেতাকর্মীদের অনেকের আশা ছিল অন্তত মামামবাড়ি অভিষেকের মুখ রাখতে পারবে। এই অঞ্চলের তিনটির মধ্যে একটি মাত্র আসনে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এই পঞ্চায়েতের ৩১ নম্বর বুথে জয়ী বিজেপি প্রার্থী অর্চনা হাজরা।

উত্তর পূর্ব রেলের বাতিলকরণ এবং ট্রেনগুলির পুনঃনির্ধারণ

গোরক্ষপুর, ১১ জুলাই ঃ উত্তর লখনউ বিভাগের বুড়ওয়াল-সীতাপুর রেল সেকশনের পান্তিপুর -মাহমুদাবাদ -সারাইযান স্টেশনগুলির মধ্যে কাজ দ্বিগুণ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ থেকে ১৫ জুলাই, ২০২৩ এবং ১৬ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত প্রিনন ইন্টারলক পূর্ব রেলওয়ে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অ- ইন্টারলক কাজের কারণে এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের পরিদর্শনের কারণে, বাতিলকরণ এবং ট্রেনগুলির পুনঃনির্ধারণ নিম্নরূপ করা হবে। বাতিলকরণ- ০৫০৯১ গোন্ডা-সীতাপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১১ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত গোন্ডা থেকে চলা বাতিল থাকবে। ০৫৪৫৩ গোন্ডা-সীতাপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ১১ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত গোন্ডা থেকে চলমান বাতিল থাকবে। ০৫৪৫৪ সীতাপুর- গোন্ডা ১১ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত সীতাপুর থেকে চলাচলকারী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন বাতিল থাকবে। সীতাপুর-শাহজাহোপুর - সীতাপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন বাতিল থাকবে। ০৫০৯২ সীতাপুর- গোন্ডা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন সীতাপুর থেকে ১২ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। ০৫২৩১ বারাউনিশ-আনন্দ বিহার টার্মিনাস বিশেষ ট্রেনটি ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বারাউনি থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ০৫২৭৪ অমৃতসর-সমস্তিপুর বিশেষ ট্রেনটি ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ০৫২৩২ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলার জন্য বারাউনি বিশেষ ট্রেন বাতিল থাকবে। ০৫২৬৭ জয়নগর- অমৃতসর বিশেষ ট্রেনটি ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে জয়নগর থেকে চালানোর জন্য বাতিল থাকবে। ০৫২৬৮ অমৃতসর- জয়নগর বিশেষ ট্রেনটি ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ১৫২১২ অমৃতসর- দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৭ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৪৬১৮ অমৃতসর- বনমানখি এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৭ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অমৃতসর থেকে ছো যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৫২১১ দারভাঙ্গা- অমৃতসর এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত দারভাঙ্গা থেকে চলা বাতিল থাকবে।১৪৬১৭ বনমানখি- অমৃতসর এক্সপ্রেস ১২ থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৪৬০৩ সহরসা- অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে সহরসা ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১২৪৯১ বারাউনি-জম্মু তাউই এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বারাউনি থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ১৫৫৩১ সহরসা-অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে সহরসা ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ২২৪২৩ গোরখপুর - অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ১৫৬৫৫ কামাখ্যা শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা এক্সপ্রেস ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কামাখ্যা ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ০৫২৭৩ সমষ্টিপুর- অমৃতসর বিশেষ ট্রেনটি ১১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে সমস্তিপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত ছিল।

মুর্শিদাবাদ পৌরসভায় চেয়ারম্যান অপসারিত

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ পৌরসভায় চেয়ারম্যান ললিতা দাস নন্দীকে অপসারণ করা হয়। গত ১৪ জুন মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ৯ জন কাউন্সিলর অনাস্থা ডাকেন। পৌর আইন অনুযায়ী, অনাস্থা প্রস্তাব আসার ১৫ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক ডাকতে হবে। কিন্তু চেয়ারম্যান তা করেননি বলে অভিযোগ। পরবর্তী সাত দিনে ভাইস চেয়ারম্যানও বৈঠক ডাকেননি। তাই ২৮ দিনের মাথায় তলবি সভা ডাকা হয় মুর্শিদাবাদ পৌরসভায়। মঙ্গলবার ১০ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে তলবি সভার মাধ্যমে পৌরসভার চেয়ারম্যান ললিতা দাস নন্দীকে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ভাইস চেয়ারম্যান মেহেদী আলম মির্জা। এদিনের তলবি সভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা নবাব পরিবারের সদস্য ফাহিম মির্জা। তিনি জানান, পৌর আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান কোনও মিটিং না ডাকায় তলবি সভা হয়। ৪৫ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এই বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে মোট ১০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যানকে সরানো হল। এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিত ধর বলেন, আমরা দলের বিরুদ্ধে নই, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। ১৪ মাস ধরে কোনও কাউন্সিলরকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। তাই আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, সেই জন্য তাকে অপসারণ করা হল।

বগটুইয়ের রায় শান্তির পক্ষে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ জুলাই ঃ বগটুইয়ের রায় শান্তির পক্ষে। বগটুই গণহত্যা নিয়ে বিরোধীরা বাজার গরম করে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার পর ছুটে যান। দোষী অফিসার থেকে দলের কর্মী কাউকেই রেয়াত করেন নি। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী স্বজনহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে চাকরি থেকে পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য সবই করেন। সেখানে থামে দশ হাজার টাকা নিয়ে স্বজনহারাদের কাছে শুভেন্দু অধিকারী ছুটে আসেন রাজনীতি করতে। শহীদ বেদী নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী চূড়ান্ত রাজনীতি করেন। ভেবেছিলেন এসব করে বগটুই দখলে আসবে। কিন্তু বগটুইয়ে দুটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। বগটুই তৃণমূলের প্রতি ভরসা রাখলো। পশ্চিমের সাত নং সংসদের নূরে আলম এবং আটের লক্ষী বিবি আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছেন। নয় নং সংসদে নির্বাচন হয়। নয়ে তৃণমূলের নাজিমুল হক জয়ী হয়েছেন। পূর্ব বগটুইয়ে নিহত তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু সেখের আসনে তৃণমূল প্রার্থী রুবিনা সেখ জয়ী হন। রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, বগটুইয়ের মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কুৎসা রটনা করে মানুষের মন জয় করা যায় না।

ভোটে অশান্তি, অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ রানিগঞ্জের জেমারিতে পঞ্চায়েত ভোটের দিন চলে গুলি। ছলবলপুরে বুথ লুট হয়। সিপিএম- তৃণমূল দু'পক্ষের সংঘর্ষ হয়। দামালিয়াতে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই সব কিছুর নেপথ্যে নাম উঠে এসেছিল রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের বিদায়ী সভাপতি তথা তৃণমূলের প্রার্থী বিনোদ নুনিয়ার। মঙ্গলবার রানিগঞ্জে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের। প্রাথমিকভাবে সৌজন্য বিনিময় হলেও তৃণমূল নেতাকে কার্যত সেদিনের অশান্তির জন্য সরাসরি দায়ী করেন অগ্নিমিত্রা। চুপচাপ হেসে তার জবাব দিলেন বিনোদ। এদিন সমর্থকদের নিয়ে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে বসেছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা।

AUCKLAND JUTE CO LIMITED
(Formerly M/s. Abhisek Jute & Industries Limited)
CIN- U17125WB1991PLC052401
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL -743125
Phone/Fax: (033) 2581-2757/2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com

NOTICE OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **32nd Annual General Meeting ("AGM") of Auckland Jute Co. Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 02nd day of August, 2023 at 11.30 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary/Special Businesses as set out in the Notice of the Thirty second AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circular number 14/2020, 17/2020 and 03/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2022 respectively (collectively referred as Applicable Circulars), without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be Auckland Jute Mills Compound, P O Jagatdal, 24 Parganas North, Jagatdal West Bengal-743125, the registered office of the Company

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23:

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 32nd AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2022-23 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 32nd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from Central Depository Services (India) Ltd (CDSL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 32nd AGM provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 26th July, 2023, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 26th July, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on 30th July, 2023 at 10:00 A.M. and ends on 01st August 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond 01st August 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/ OAVM is available through CDSL e-voting portal at www.evotingindia.com. Members are requested to refer to the 32nd AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 26th July, 2023, he/she may obtain login id and password by sending a request over at helpdesk.evoting@cdslindia.com mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 32nd AGM. However, members who are already registered with CDSL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 27th July, 2023 to Wednesday, 02nd August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of queries or issues regarding e-voting or attending meeting through VC, the Members may refer to the 'frequently asked questions' and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'help' section. The Members may also contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33

For AUCKLAND JUTE CO LIMITED
Sd/-
P K Bothra
[Director]

Date : 11.07.2023
Place: Kolkata

দুর্ঘটনার কবলে তিনটি ট্রাক, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পরপর তিনটি ট্রাক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ট্রাকচালকের। স্থানীয় সূত্রের খবর, চালবোঝাই একটি ট্রাক শিলিগুড়ি থেকে বীরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসছিল আরেকটি ট্রাক। চালবোঝাই ট্রাকটি অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটিকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ওই সময়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল আরও একটি ছোট ট্রাক। চালবোঝাই গাড়িটি উল্টে গিয়ে পড়ে ছোট ট্রাকটির ওপর। চালের বস্তার নীচে চাপা পড়ে যান ছোট ট্রাকটির চালক। স্থানীয়রা প্রায় ৩০ মিনিট চেষ্টার পর তাঁকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আটক করা হয়।

গ্রেপ্তার এক ভুয়ো আর্মি অফিসার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির শালুগাড়া এলাকা থেকে একজন ভুয়ো আর্মি অফিসারকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় ভক্তিনগর থানায়। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সিকিমের গ্যাংটকের বাসিন্দা। তার নাম ডালচাঁদ বার্মা। দীর্ঘদিন থেকে এই ব্যক্তি আর্মি অফিসার সেজে ঘুরে বেড়াতো। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে শালুগাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার, ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতাদের হারিয়ে নির্দল থেকে বিরাট জয় প্রতিবন্ধী মোস্তাফা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর ১১ জুলাই ঃ বাম কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা তৃণমূল পার্টিতে জিতে আনন্দ কিংবা বিজয় মিছিল অনেক দেখেছেন আগামী দিনেই দেখতে পাবেন কিন্তু তার বাইরেও একটা পার্টি আছে যেটা মানুষের পার্টি, মানুষের জোটের পার্টি । হ্যাঁ কোনো রাজনৈতিক দল থেকে নয় একবারে নির্দল থেকে জয় লাভ করে গোটা গ্রামের মানুষের মন জয় করলেন । শুধু তাই নয় তিনি একজন প্রতিবন্ধী , বড়ো বড়ো তৃণমূল এবং বাম কংগ্রেসের নেতাকে হারিয়ে দিয়ে মানুষের সমর্থনে বিরাট জয় পেলেন মোস্তাফা সেখ। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ব্লকের অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিয়ার পুকুর ৬ নম্বর সংসদ থেকে ১১৫ ভোটে বিরাট জয় লাভ করেন প্রতিবন্ধী মোস্তাফা সেখ। এলাকার মানুষের বক্তব্য সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা কাছে মোস্তাফা ভাইয়ের জন্য যাওয়া হয়েছিল কিন্তু কেউ পাত্তা দেয়নি। গ্রামের মানুষ বলেছিল সুখে দুখে আজীবন মুস্তাফা ভাইকে কাছে পাই তাই আমরা গ্রামের মানুষ জোট বেঁধে মোস্তাফা ভাইকে নির্দল থেকে লাঙল চিহ্নে দাঁড়িয়ে জয়ী করেছি। জয়ের খবর আসতেই সাহাজাদপুরের তিয়ার পুকুর গ্রাম নেমে এসেছে খুশির হাওয়া । গ্রাম আসতেই গ্রামের মানুষ ফুলের মালা দিয়ে মোস্তাফা সেখকে বরণ করে নেয় ছোট্ট থেকে বড়ো সকলেই হাসি মুখে স্লোগান তুলে মোস্তাফা ভাই জিন্দাবাদ, তোমার নেতা, আমার নেতা মুস্তাফা ভাই জিন্দাবাদ। মোস্তাফা সেখ বলেন মানুষ আমাকে দুহাত তুলে দোওয়া ভালোবাসা দিয়েছে। এই ঋণ কখনোই শোধ করতে পারব না। যতদিন থাকবো মানুষের উন্নয়ন মূলক কাজ করে যাব।

বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জুলাই ঃ শালতোড়ায় মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরীর গাড়িতে হামলা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি ভাংচুর করেছে তৃণমূলের একদল সমর্থক। মঙ্গলবার শালতোড়ার নেতাজী সেন্টেনারি কলেজে গননার সময় বিজেপি শিবিরের পাশে নিজের গাড়ি দাঁড় করিয়ে শিবিরে বসেছিলেন বিধায়ক। সেই সময় আচমকাই বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী বিজেপির শিবির লক্ষ করে তৃণমূলের কিছু দুস্কৃতী ব্যাপক পাথর বৃষ্টি শুরু করে বলে অভিযোগ। দুস্কৃতীদের ছোঁড়া পাথরে আহত হন শিবিরের বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীও। ভাংচুর করা হয় চন্দনা বাউরীর গাড়ি সহ বিজেপি কর্মীদের একাধিক গাড়ি। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা পরিকল্পিত ভাবেই বিজেপি শিবিরের উপর এই হামলা চালিয়েছে। তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পাল্টা বিজেপির অন্তর্কলহের দিকে ইঙ্গিত করেছে তারা। পুলিশ এসে দু'পক্ষকে সরিয়ে দেয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E. E. (Electrical)/LTG/Zone-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : LTG/78/43/V/Z-II/23-24

Name of the work : **Repairing and replacement of street lighting system at Rabindra Sarani & other sites in Ward No. 43;** Estimated Amount : **₹ 1,99,164.93**; Earnest Money : **₹ 4,000.00;** Period of completion : **20 days;** Last date and time of submission of bid : **19.07.2023 upto 4 pm**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 at 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E. E. (Electrical)/LTG/Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/10/23-24

Name of work : **Instalattion of street lighting arrangement at Netajipally, Daspara, Kadamtala Bye Lane and other slum areas in Ward No. 124;** Estimated Amount : ₹ **1,99,378.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **12 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/12/23-24

Name of work : **Improvement of bustee street lighting system by LED fittings at Dhalipara, Barma Colony, Kajir Chak and other different bustee areas in Ward No. 143;** Estimated Amount : ₹ **1,98,315.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **14 days;** Last date and time of submission of bid : **21.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date tender opening for Technical Purpose : **24.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 (6 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **E. E. (E)/LTG/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/XIV/48/23-24/130 (1st Call)

Name of work : **Repairing and replacement of the existing street lighting system at Bramhasamaj Road, Unique Park, Netaji Subhas Road, Keder Chatterjee Lane & other different areas in Ward No. 130;** Estimated Amount : ₹ **2,96,345.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No. : LTG/XIV/47/23-24/130 (1st Call)

Name of work : **Upgradation of street lighting system at B.C. Roy Road, Rishi Bankim Chandra Street, No.-8 Rickshaw Stand, Lal Pachil and other isolated pockets in Ward No. 130;** Estimated Amount : ₹ **2,98,854.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No. : LTG/XIV/46/23-24/130 (1st Call)

Name of work : **Installation of lighting system at Dwarik Mukherjee, Sikdar Para, Dhali Para, Shibtala & other slum areas in Ward No. 130;** Estimated Amount : ₹ **2,97,971.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/18

Name of work : **Installation of high mast light at V-50, Karbala Road in Ward No. 139, Br.-XV;** Estimated Amount : ₹ **4,99,854.53**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/19

Name of work : **Installation of mini mast light at Y-2/172/15 Khaldhari Road in Ward No. 140, Br.-XV;** Estimated Amount : ₹ **2,99,258.07**; Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **30 days (For Sl. No. 1 to 5);** Last date and time of submission of bid : **20.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 25.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 4 & 5);** The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 14.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 4 & 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **D. G. (Electrical), KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/81/23-24

Name of work : **Installation of lighting arrangement at Anandapur Math, Old Madurdaha Math, New Bantala Math, Majhi Para Seven Star Math etc. areas of Ward No. 108, Br-XII;** Estimated Amount : ₹ **4,98,696.41**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/103/23-24

Name of work : **Supply & delivery of decorative 40W post top fittings at Baishnabghata Patuli Areas in Ward No. 101, Br.-XII;** Estimated Amount : ₹ **4,97,988.32**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/125/23-24

Name of work : **Repairing of park lighting system for different existing parks and playgrounds in Ward No. 106, Br.-XII;** Estimated Amount : ₹ **3,98,781.33**; Earnest Money : ₹ **8,000.00;** Period of completion : **25 days (For Sl. No. 1 & 3), 7 days (For Sl. No. 2);** Last date and time of completion of bid : **22.07.2023 upto 3 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 from 2 pm (For Sl. No. 1 & 3), 11.07.2023 from 3 pm (For Sl. No. 2)** website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **E.E.(E)/LTG/Zone-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/168

Name of work : **Repairing of street lighting system at Gopal Doctor Road, Rangalal Street & other places in Ward No. 76;** Estimated Amount : ₹ **1,98,910.41**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/164

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Rajab Ali Lane, M.B.G. Lane & other places in Ward No. 78;** Estimated Amount : ₹ **4,98,746.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/167

Name of work : **Repairing of street lighting system at Ibrahim Road, Mansatala Row & other places in Ward No. 77;** Estimated Amount : ₹ **1,98,910.41**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/169

Name of work : **Development of street lighting system at New Taratala Road in Ward No. 80;** Estimated Amount : ₹ **4,28,077.39**; Earnest Money : ₹ **9,500.00.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/162

Name of work : **Urgent restoration of street lighting system at Garden Reach Road & surrounding area of Karbala Park in Ward No. 75;** Estimated Amount : ₹ **1,05,985.36**; Earnest Money : ₹ **2,200.00.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/166

Name of work : **Repairing of street lighting system at Mayurbhanj Road, M.M. Ali Road & other places in Ward No. 78;** Estimated Amount : ₹ **1,98,292.29**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/163

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Micle Dutta Street, Wattgaunge Street & other places in Ward No. 76;** Estimated Amount : ₹ **4,98,746.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/165

Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Mansatala Lane, Bengali Shah Warshi Lane & other places in Ward No. 77;** Estimated Amount : ₹ **4,98,746.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/161

Name of work : **Repairing of street lighting system at different area in Ward No. 59, Br.-VII;** Estimated Amount : ₹ **1,98,644.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 days (For Sl. No. 1 to 6 & 9), 15 days (For Sl. No. 7 & 8);** Last date and time of completion of bid : **21.07.2023 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 8), 22.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 9)**; Tender opening date : **22.07.2023 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 8)**; Technical bid open on : **24.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 9)**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 8), 11.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The **E. E. (E), KMC** invites e-tender online item rate two bid systems for following works :

(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-59/23-24 (1st Call)

Name of work : **Engagement of Generator Operator at Dist-IV Garage, Behala S. S. unit and SC (South) under KMC;** Estimated Amount : ₹ **3,65,549.69**; Earnest Money : ₹ **7,311.00;** Period of completion : **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-60/23-24 (1st Call)

Name of work : **Electircal wiring of new Toilet, Renovation and Modification of Electrical Equipment and other allied electrical works at Dist-I Garage under KMC;** Estimated Amount : ₹ **2,73,347.22**; Earnest Money : ₹ **5,500.00;** Period of completion : **14 days.**

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-42/22-23

Name of work : **Engagement of Generator Operator for 40 KVA D.G. set in Br.-X & XII office KMC;** Estimated Amount : ₹ **3,65,549.69**; Earnest Money : ₹ **7,350.00;** Period of completion : **365 days;** Last date and time of submission of bid : **22.07.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (3 pm) (For Sl. No. 1), 14.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 2 & 3)** website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

412/23-24

শুধু হাসি-ঠাট্টাই নয়, বিরাটের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয় সুনীল ছেত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ একজন ভারতীয় ফুটবলের আইকন। অন্যজন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের আইকন। আর এই দু'জনের বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়। কথা হচ্ছে সুনীল ছেত্রী ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে। ভারতীয় ফুটবল জগতের সুপারস্টার সুনীল ছেত্রী দেশকে একের পর এক খেতাব জেতাচ্ছেন। সম্প্রতি সুনীলের নেতৃত্বে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে ভারত। ৩৮-এও অপ্রতিরোধ্য সুনীল। তাঁর সামনে যখন থাকেন বিরাট কোহলি, তখন এই জুটি হয় দেখার মতো। হাসি-ঠাট্টা খুনসুটিতে মেতে ওঠেন ভারতের ২ তারকা। এ বার সুনীল জানালেন তাঁদের মধ্যে শুধু হাসি-ঠাট্টাই হয় না। তাঁরা একে অপরকে বেশ ভালো মতো চেনেন। তাই বিভিন্ন সময় বিরাটের সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করেন। কোহলির সঙ্গে নিজের বন্ডিং নিয়ে আর কী কী বললেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী? সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুনীল ছেত্রী জানান,

হাসি-ঠাট্টার পাশাপাশি বিরাটের সঙ্গে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন তিনি। সুনীল-বিরাটরা একে অপরের প্রত্যাশা নিয়েও আলোচনা করেন। ব্লু টাইগারের অধিনায়ক বলেন, ''আমাদের মধ্যে সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা তো হয়ই। হাসি-ঠাট্টা লেগেই থাকে। আমরা খুব মজাও করি। তবে কোহলির সঙ্গে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়। এমনটা নয় যে আমরা প্রতিদিন কথা বলি। এমন অনেক সময় হয়েছে যে আমরা বেশ কয়েক মাস একে অপরের সঙ্গে কথা বলিনি। কিন্তু তার পরও আমরা একে অপরকে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি।'' সুনীল আরও বলেন, ''খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াই। আমরা একে অপরের সঙ্গে এমন সময় চ্যাট করি যখন নিজেদের প্রকাশ করার জন্য পাশে কাউকে প্রয়োজন হয়। বিরাট আমার এমন অনেক কথা বোঝে, যা বাকিরা বুঝতে পারে না।'' বিরাট আর সুনীলের মধ্যে বন্ধুত্ব যেমন অনেকের নজরে পড়ে, তেমনই তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রচুর মিলও খুঁজে পান। দু'জনই প্রমাণ করে চলেছেন বয়স শুধু সংখ্যামাত্র। তাঁরা এখনও চূড়ান্ত ফিট। তাঁদের ডায়েটেও অনেক মিল রয়েছে। আর তাঁরা দু'জনই সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, ফিটনেসের দিক থেকে তাঁদের টেক্কা দেওয়ার মতো জুড়ি মেলা ভার।

৯৫ রানে অল-আউট হরমনপ্রীতরা

৮ রানে হারল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১১ জুলাইঃ প্রথম ইনিংসের পরে দেখে মনে হয়েছিল ভারতের মহিলা দলকে হারিয়ে বোধহয় সিরিজে সমতা ফেরাবে বাংলাদেশ। কিন্তু ৯৬ রান তাড়া করতে ব্যর্থ হলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। আট রানে ম্যাচ জিতলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। ভারতের হয়ে ম্যাচের নায়ক শেফালি বর্মা। তবে ব্যাট হাতে নয়, বল হাতে। শেষ ওভারে বাংলাদেশের জিততে ১০ রান করতে হত। মাত্র এক রান দিয়ে চার উইকেট তুলে নিলেন শেফালি। তার মধ্যে একটি রান-আউট। এই ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই জিতে গেল ভারত। টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত। আগের ম্যাচে স্মৃতি মান্ধানা ভাল খেললেও এই ম্যাচে রান পাননি তিনি। ১৩ রান করে আউট হন। অপর ওপেনার শেফালি ১৯ রান করেন, যা দলের সর্বোচ্চ। আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। এই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন তিনি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই তিন উইকেট হারায় ভারত। মাঝের ওভারেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে ভারতের। জুটি না হওয়ায় রানের গতি কম ছিল। শেষ দিকে

দীপ্তি শর্মা ও অমনজ্যোৎ কৌর দলকে কিছুটা টানেন। ২০ ওভারে আট উইকেটে ৯৫ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সুলতানা খাতুন তিন, ফাহিমা খাতুন দুই এবং মারুফা আখতার, নাহিজা আখতার ও রাবেয়া খান একটি করে উইকেট নেন। এত কম রান করে ম্যাচ জিততে হলে বোলিংয়ের শুরুটা ভাল করতে হত ভারতকে। সেটাই করেন মিন্নু মণি ও দীপ্তি। বাংলাদেশের টপ অর্ডার রান পায়নি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে তাদেরও তিন উইকেট পড়ে যায়। অধিনায়ক নিগার সুলতানা ছাড়া বাংলাদেশের কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি। নিগার ৩৮ রান করেন। কিন্তু তাঁকে কেউ সঙ্গ দিতে পারেননি। নিয়মিত উইকেট পড়লেও লক্ষ্য কম থাকায় ধীরে ধীরে সে দিকে এগোচ্ছিল বাংলাদেশ। নিগার যত ক্ষণ ছিলেন তত ক্ষণ আশা ছিল বাংলাদেশের। ১৯তম ওভারে নিগারকে আউট করে বাংলাদেশকে সব থেকে বড় ধাক্কা দেন দীপ্তি। শেষ ওভারে ম্যাচ জিততে ১০ রান করতে হত। হরমনপ্রীত বল তুলে দেন শেফালির হাতে। ওভারের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বলে উইকেট পড়ে। মাত্র এক রান হয় সেই ওভারে। ২০ ওভারে ৮৭ রানে অল-আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। আট রানে ম্যাচ জেতেন হরমনপ্রীতেরা। ভারতের হয়ে দীপ্তি ও শেফালি তিনটি করে, মিন্নু দু'টি ও বারেদ্দি অনুষা একটি উইকেট নেন।

ব্রিজভূষণের একাধিক শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ চার্জশিটে

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ তারকা কুস্তিগীরদের প্রতিবাদের জেরে শেষ পর্যন্ত তৎপর হয় ভারত সরকার থেকে শুরু করে পুলিশ। কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধান এবং বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ছয় কুস্তিগীরের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে চার্জশিট তৈরি করে ফেলেছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের তৈরি করা চার্জশিট অনুযায়ী, ব্রিজভূষণ যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত। এখনও পর্যন্ত তদন্ত করার ভিত্তিতে ব্রিজভূষণের সঙ্গে যৌন হেনস্থা, শ্লীলতাহানি এবং স্টক করার সংযোগ পাওয়া গিয়েছে বলেই চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে। এমন কী ১৩ জুন আদালতে দাখিল করা চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ব্রিজভূষণ বারংবার শ্লীলতাহানি করেছেন। পুলিশের চার্জশিট অনুযায়ী ব্রিজভূষণ 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ' করেছেন, এমনই দাবি করা হয়েছে।

রিপোর্টার রূপে রোহিত, অধিনায়কের বাউন্সারে ছক্কা হাঁকালেন রাহানে

ডমিনিকা, ১১ জুলাইঃ ক্যারিবিয়ান সিরিজ শুরুর আগে অন্য অবতারে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। হঠাৎ করেই হিটম্যান হয়ে গেলেন রিপোর্টার। এখানেই শেষ নয়। রিপোর্টারের ভূমিকায় রোহিত সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁর ডেপুটি অজিঙ্ক রাহানের। যদিও বৃষ্টির কারণে সেই সাক্ষাৎকার পুরোপুরি শেষ হয়নি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে টুইটারে সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। রোহিত ও রাহানে একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দু'জনই একাধিক ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছেন। এ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে মজার ছলে অধিনায়ক তাই ইন্টারভিউ নিলেন জিঙ্কসের। রোহিতের বাউন্সার কীভাবে সামলেছেন অজিঙ্ক রাহানে, জানেন? বিসিসিআইয়ের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে রাহানেকে অতীতের ক্যারিবিয়ান সফর নিয়ে প্রশ্ন করেন রোহিত। হিটম্যান বলেন,

''তুমি এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনেক বার খেলেছো। এই উইকেটে খেলার জন্য তরুণদের উদ্দেশে কী উপদেশ থাকবে তোমার?'' এই প্রশ্নের উত্তরে রাহানে বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে খেলার জন্য তরুণদের উদ্দেশে আমার প্রথম বার্তা হবে যে, ব্যাটার হিসেবে এখানে খেলতে হলে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে।'' রাহানের জন্য রোহিতের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ''এখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ একটা অন্য রকম আনন্দ, ফূর্তি দেয়। ফলে ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। এই জিনিসটা কী ভাবে সামলাতে হবে? আমি মনে করি, খেলার বাইরে যা কিছু রয়েছে সেগুলো দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর, মানে বিকেল পাঁচটার পর করা উচিত।'' এই বিষয়ে রাহানে বলেন, ''প্রতিটা দেশের একটা নিজস্বতা রয়েছে। সকলকে সেটার মতো করে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। আমার মতে, খেলার সময় অন্য দিকে নজর দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।'' এই দুটি প্রশ্নের পরই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এর পর রোহিত-রাহানে ও মাঠে থাকা বাকিরা দৌড়ে শেডের নীচে চলে যান। রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর থেকেই সমালোচনার ঝড় বইছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে রোহিতের অধীনে আরও একটা সফরের সামনে ভারত। হিটম্যানের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে রাহানে বলেন, ''রোহিতের নেতৃত্বে খেলা উপভোগ করি। ফাইনালটাই রোহিতের নেতৃত্বে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আমার প্রথম ম্যাচ ছিল। রোহিত সব ক্রিকেটারকেই স্বাধীনতা দেয়। প্রতিটা ক্যাপ্টেনের এটা ভালো দিক। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ক্রিকেটারের পাশে থাকে। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো।''

'টিম ইন্ডিয়া নাকি টিম ড্রিম ১১?', বিরাটদের নতুন জার্সি দেখে রেগে কাঁই সমর্থকরা

ডমিনিকা, ১১ জুলাইঃ টেস্ট ক্রিকেটের জার্সি মানেই ধবধবে সাদা। এই ছবিই গাঁথা রয়েছে ক্রিকেট প্রেমীদের মনে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বদলে গেল টিম ইন্ডিয়ার জার্সি। কয়েকদিন আগেই ভারতের জার্সির প্রধান স্পনসর হিসেবে ফ্যান্টাসি ক্রিকেট অ্যাপ ড্রিম ১১ এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বিসিসিআইয়ের। এ বার তাই টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সির সামনে জ্বলজ্বল করছে ড্রিম ১১ লোগো। তাও আবার লাল রংয়ের। সাদা টেস্ট জার্সিতে লাল রংয়ের এই ড্রিম ১১ এর লোগো মোটেও মনে ধরেনি ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের। যে কারণে,

টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভারতের ক্রিকেট প্রেমীরা। সম্প্রতি টুইটারে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নতুন টেস্ট জার্সিতে ফটোশুটের ছবি ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে নেটিজেনরা রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছেন। বিখ্যাত ক্রীড়া সরঞ্জাম ও পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাডিডাস ভারতের নতুন জার্সি বানিয়েছে। কিন্তু তাতে লাল রংয়ের ড্রিম ১১ লেখা ভীষণ দৃষ্টিকটু লেগেছে ভারতীয় সমর্থকদের। তাই এক সমর্থক টুইটারে লিখেছেন, 'অ্যাডিডাস সুন্দর জার্সি বানিয়েছিল, তাতে ড্রিম ১১ লেখাটা পুরো জল ঢেলে দিল।' কেউ কেউ টুইট করেছেন 'বিরাট কোহলি এই নতুন জার্সি পরার পরও ভালো লাগছে না।' টিম ইন্ডিয়ার এক সমর্থক টুইটারে লিখেছেন, 'ড্রিম ১১-এর থেকে স্টার, বাইজুস লেখা জার্সি অনেক ভালো ছিল। পুরনো সাহারা জার্সিও ফিরিয়ে আনলে ভালো হত।।' চলতি বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে কোনও স্পনসর ছাড়াই খেলেছিল ভারত। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে বড় করে লেখা ছিল ইন্ডিয়া। একাধিক ক্রিকেট সমর্থক নতুন ড্রিম ১১ লেখা জার্সি দেখে স্পনসর ছাড়া ওই জার্সিটিকে বেশি ভালো বলছেন।

'যারা ফুটবল ভালোবাসে, তারা মেসিকেও ভালোবাসবে'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকার কথা নয়। একজন আর্জেন্টিনার মধ্যমণি, আরেকজন ব্রাজিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের মধ্যে একজন। লা লিগায় ছয় বছর খেলেছেন একে অন্যের বিপক্ষে-মেসি বার্সেলোনায়, কাসেমিরো রিয়ালে। সময়ের পরিক্রমায় মেসি ছেড়েছেন বার্সা আর কাসেমিরো রিয়াল ছেড়ে এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। তবে মেসির বিপক্ষে এত দিন খেলা কাসেমিরোর চোখে মেসি প্রজন্মের সেরা। এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের মতে, যারা ফুটবল ভালোবাসে, তারা মেসিকেও ভালোবাসবে। প্রজন্মসেরার প্রশ্নে অবশ্য কাসেমিরো আরও দুটি নাম জুড়ে দিয়েছেন, যে দুজনের সঙ্গেই খেলেছেন এই মিডফিল্ডার। রিয়ালে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলছেন তিনি, আর নেইমার তো তাঁর ব্রাজিলিয়ান সতীর্থ। এক সাক্ষাৎকারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই মিডফিল্ডার বলেছেন, ''মারাদোনা, পেলের খেলা দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমি আমাদের প্রজন্মের সেরা তিন ফুটবলার মেসি, ক্রিস্টিয়ানো, নেইমারের খেলা উপভোগ করেছি।'' কাতার বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক মেসির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়েও কথা বলেছেন কাসেমিরো, ''মেসি একটা যুগ তৈরি করেছে, বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনার হয়ে সে সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। যে ফুটবলকে ভালোবাসে, সে মেসিকেও ভালোবাসবে। তার বিপক্ষে খেলাটা আনন্দের। মেসি এমন একজন ফুটবলার, যার সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, আপনি শুধু যার প্রশংসাই করতে পারবেন।'' তবে কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ফাইনাল জয়ের ম্যাচটি দেখা হয়নি কাসেমিরোর। গত কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিল ব্রাজিল, যে কারণে এক মাস কোনো খেলাই দেখেননি এই ব্রাজিলিয়ান, ''না, আমি কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখিনি। সত্যি বলতে, আমরা হারার পর এক মাস কোনো খেলাই দেখিনি, টিভি চালাইনি। অনেক কষ্টের ছিল। আমার একজন কাছের বন্ধু লিচা (লিসান্দ্রো মার্তিনেজ), যে শিরোপা জিতেছিল। আমি তাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছি।''

'ওর জন্য আমি খুবই খুশি'

যশস্বীকে নিয়ে আশাবাদী রাহানে

ডমিনিকা, ১১ জুলাইঃ বুধবার থেকে ভারতের নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু হচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্ত শুরু করবে রোহিত শর্মার ভারত। ডমিনিকায় হবে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। এ বারের ক্যারিবিয়ান সফরে এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এ বার যশস্বী জয়সওয়াল, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের মতো তরুণ ক্রিকেটারদের টেস্ট ডেবিউ হতে পারে। সিরিজ শুরুর আগে যশস্বীকে নিয়ে ভারতের সহ-অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের গলায় আশার সুর শোনা গিয়েছে। ক্যারিবিয়ান সিরিজ শুরুর আগে কী কী বললেন জিঙ্কস? যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে আশাবাদী অজিঙ্ক রাহানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে যশস্বীকে নিয়ে রাহানে বলেন, ''ওর জন্য আমি খুবই খুশি। দারুণ প্রতিভা। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে খুবই ভালো পারফর্ম করেছে ও। তেমনই আইপিএলেও নজর কেড়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ওর লাল বলে ভালো পারফর্ম করা। গত বছর দলীপ ট্রফিতে দারুণ পারফর্ম করেছিল ও। ওর রেকর্ডগুলিও খুব ভালো। ওর প্রতি বার্তা থাকবে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চাপের বিষয়ে বেশি না ভেবে নিজের মতো খেলুক। যেটুকু সুযোগ আসবে, সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করুক।'' চেতেশ্বর পূজারার জায়গায় কে খেলবেন? একাধিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞর মতে, তিন নম্বরে নামতে দেখা যেতে পারে যশস্বী জয়সওয়ালকে। যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে রাহানে বলেন, ''পূজারার জায়গায় যে-ই খেলুক, তার কাছে দারুণ সুযোগ। তিন নম্বরে কে খেলবে এখনও জানি না। তবে যে-ই সুযোগ পাক, নিঃসন্দেহে তার কাছে দারুণ সুযোগ থাকছে কাজে লাগানোর। বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই। সামির পরিবর্তে যে-ই খেলুক, তার কাছেও দারুণ সুযোগ। মহম্মদ সামিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের বোলিং লাইন আপ অনভিজ্ঞ নয়। স্কোয়াডে সিরাজ রয়েছে। ও-ই বোলিংকে নেতৃত্ব দেবে। জয়দেব উনাদকাটের প্রচুর অভিজ্ঞতা। আমি নিশ্চিত ওরা সুযোগ কাজে লাগাবে।''

আপাতত নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেল জিম্বাবোয়ে

জুরিখ, ১১ জুলাইঃ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পাশাপাশি ফিফা বিবৃতিতে জানায়, জিম্বাবোয়ের অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটি 'নিয়মমাফিককরণ কমিটি' নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছেন স্থানীয় প্রশাসক লিঙ্কন মুতাসা। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে সরকারের হস্তক্ষেপের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবোয়েকে নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা। ২০২১ সালের নভেম্বরে জিম্বাবোয়ের অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল দেশটির সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা 'স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন কমিশন।' ২০১৯ সালের আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে অংশগ্রহণের জন্য সরকার থেকে যে অর্থ অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া হয়েছিল, সেটির যথাযথ ব্যবহার না করায় অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সদস্য দেশগুলির ফেডারেশনে কোনো রকম সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেয় না ফিফা। ২০২২ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে অংশ নিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। কিন্তু ২০২৩ আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। এখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে 'নিয়মমাফিককরণ কমিটি' নিয়োগের মাধ্যমে জিম্বাবোয়ের ফুটবলে স্বাভাবিকতা ফেরার কার্যক্রম শুরু হলো। প্রতিদিনের নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে এই কমিটির কাজ হবে ফিফার বিধি ও চাহিদা অনুযায়ী জিম্বাবোয়ের অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী বিধি পর্যালোচনা করা, যাতে অ্যাসোসিয়েশনের কংগ্রেসে তা গ্রহণযোগ্য হয়। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় এখন ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ড্রয়ে নাম থাকবে জিম্বাবোয়ের। কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের কংগ্রেসে এই ড্র অনুষ্ঠিত হবে। আবিদজানে এই কংগ্রেস শুরু বৃহস্পতিবার। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডের খেলা হবে নভেম্বরে।

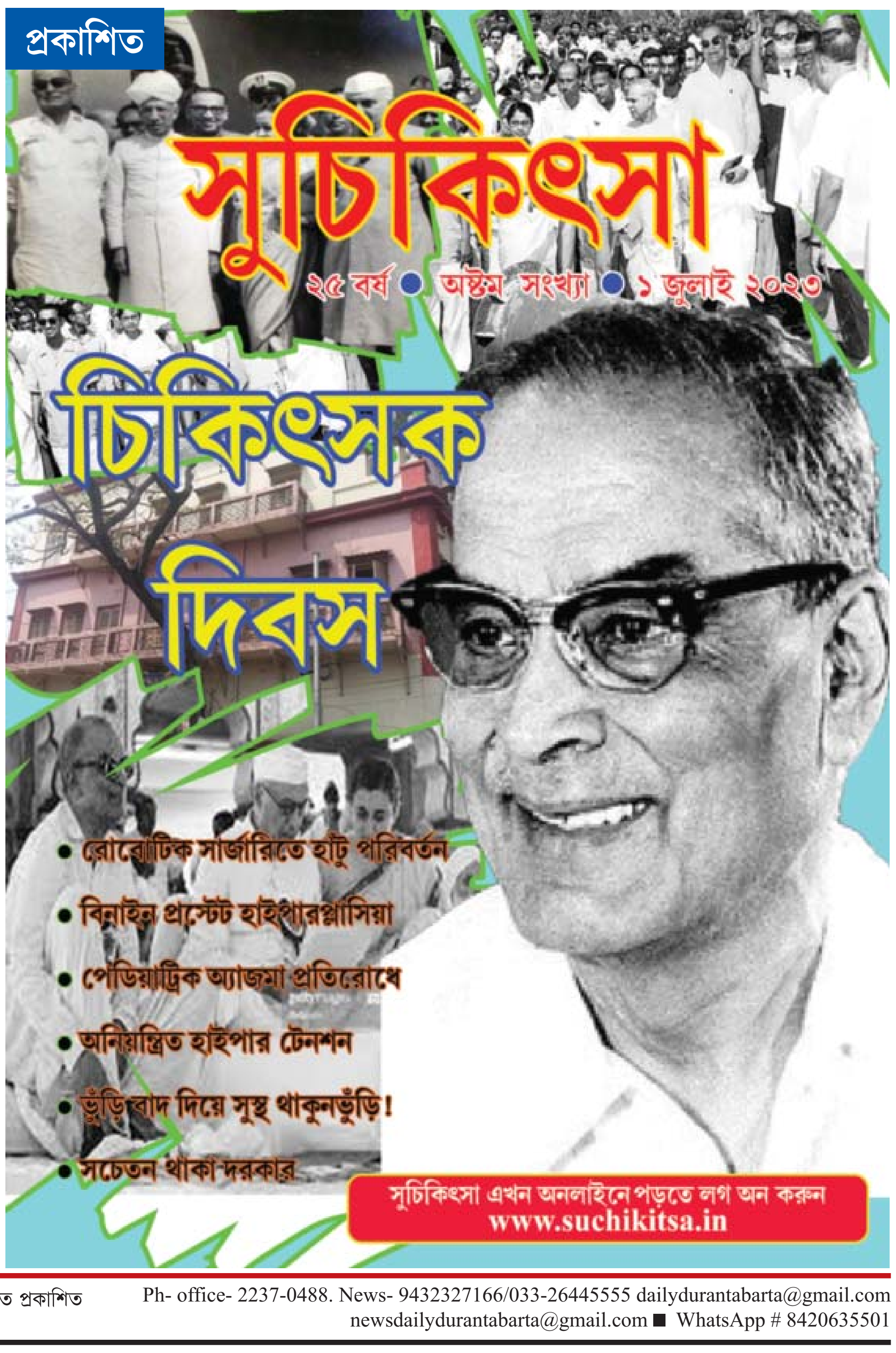

৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ বাস্তবায়নে ফেডারেশনগুলোকে উয়েফার চিঠি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অনেক দিন ধরে আলোচনায় থাকা ইউরোপিয়ান সুপার লিগ (ইউএসএল) আয়োজনের স্বপ্ন এখনো দেখে আসছে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, জুভেন্তাস, লিভারপুলের মতো পরাশক্তি ক্লাবগুলো। ফিফা ও উয়েফা ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও 'বিদ্রোহী লিগ' বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। কথিত সেই বিদ্রোহী লিগ যেন কোনোভাবেই আলোর মুখ না দেখে, সেটা নিশ্চিত করতেই নতুন আঙ্গিকে চ্যাম্পিয়নস লিগ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে নতুন পরিসরে হবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, খবরটা অনেকেরই জানা। গত বছরের মে মাসে ভিয়েনায় সভা শেষে চ্যাম্পিয়নস লিগে আমূল পরিবর্তনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয় উয়েফা কার্যনির্বাহী কমিটি। তখনই নিশ্চিত হয়েছিল, ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের আসর ৩২ দল থেকে বেড়ে হবে ৩৬ দলের। থাকবে না কোনো গ্রুপ পর্ব। নতুন কাঠামোয় প্রতিটি দল হোম ও অ্যাওয়ে মিলিয়ে নকআউট পর্বের আগে খেলবে ৮টি করে ম্যাচ। এবার ৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ বাস্তবায়নে ইউরোপীয় দেশগুলোর সব ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছে উয়েফা। নতুন কাঠামো অনুযায়ী বাছাই পর্ব টপকে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতার মানদণ্ড কী হবে, চিঠিতে সেটার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ফরম্যাট ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে কার্যকর করার ঘোষণা দেওয়া হলেও এ ব্যাপারে উয়েফা আগে থেকেই সবাইকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে চেয়েছে। উয়েফার চিঠিটা ছোট দলগুলোর জন্য আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে। কারণ, ২০২৪ সাল থেকে প্রতিটি ফেডারেশন নিজেদের শীর্ষ লিগ থেকে সর্বোচ্চ ৫টি ক্লাবের নাম পাঠাতে পারবে। এতে দিনামো জাগরেব, স্লাভিয়া প্রাগের মতো

দলগুলোর নিয়মিত চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা বাড়বে। বাড়তি চার ক্লাবকে কীভাবে বাছাই করা হবে, চিঠিতে সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে উয়েফা। বাড়তি একটি দল আসতে পারে ইংল্যান্ড থেকে। নতুন নিয়ম এখনই কার্যকর হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে চারটির জায়গায় খেলবে পাঁচ দল। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী যে দেশের ক্লাব বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, সে দেশ থেকে বাড়তি একটি দল খেলার সুযোগ পাবে। যেহেতু চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি, তাই ২০২৪ সালে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) পাঁচটি ক্লাবকে খেলার অনুমতি দিতে পারবে। দ্বিতীয় ক্লাব বেছে নেওয়া হবে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। গত পাঁচ বছরের সামগ্রিক হিসাব অনুযায়ী, যে দেশের লিগ উয়েফা র‍্যাঙ্কিংয়ের পাঁচে থাকবে, সে দেশ থেকে বাড়তি ক্লাব যুক্ত হবে। বাকি দুটি জায়গা থাকছে সব দেশের ক্লাবগুলোর জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ তাদের দেওয়া হবে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি। যে দুই ক্লাব আগের মরসুমে উয়েফা আয়োজিত অন্য দুই ক্লাব প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগে সবচেয়ে ভালো খেলেছে, কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিতে পারেনি, সেই দুই ক্লাবকে সুযোগ দেওয়া হবে।

নতুন আঙ্গিকে যেমন হবে চ্যাম্পিয়নস লিগ- ● চার দল বেড়ে ৩৬ দলের আসর ● দল বাড়ায় ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে ১০০টি (বাছাইপর্বসহ) ● দুটি দল পাবে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি ● থাকবে না গ্রুপ পর্ব ● লিগ পর্বেই দেখা যাবে প্লে-অফ ● শীর্ষ ৮ দল সরাসরি নকআউট (শেষ ষোলো) পর্বে খেলবে ● ৯ম থেকে ২৪তম দল দুই লেগের বাছাইপর্ব খেলে শেষ ষোলোতে আসবে ● নকআউট পর্বের আগেই এক দেশের একাধিক ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ থাকবে ● সপ্তাহে দুই দিনের জায়গায় তিন দিন (মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার) খেলা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501